খুব অল্প খরচে
যে কোনো বাংলা, ইংরাজী ও হিন্দি পত্রিকায় খুব কম খরচে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়।
নাম চেঞ্জ, বিজ্ঞপ্তি, হারানো প্রাপ্তি, পাত্রপাত্রী, কর্মখালি
আনন্দবাজার পত্রিকা The Telegraph THE TIMES OF INDIA দৈনিক যুগশঙ্খ
বর্তমান প্রতিদিন সন্মার্গ প্রভাত খবর
9232633899 THE ECHO OF INDIA

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র

সার্বভৌম সমাচার

RNI Regn. No. WBBEN/2017/75065 ❑ Postal Regn. No.- Brs/135/2020-2022 ❑ Vol. 08 ❑ Issue 30 ❑ 10th Oct., 2024 ❑ Weekly ❑ Thursday ❑ ₹ 3

নতুন সাজে সবার মাঝে
শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত
ALANKAR
সরকার অনুমোদিত ২২/২২ ক্যারেট K.D.M
অলঙ্কার
সোনার গহনা নির্মাতা ও বিক্রেতা
যশোহর রোড • বনগাঁ
M : 9733901247

বন্যা আবহেও জমজমাট বনগাঁর দুর্গোৎসব

জয় চক্রবর্তী : সীমান্ত শহর বনগাঁর দুর্গা পুজোর খ্যাতি অনেক বছর আগেই গোটা রাজ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত তথা বাংলাদেশ থেকেও বহু মানুষ বনগাঁর পুজো দেখতে আসেন। সম্প্রতি আরজিকর কাণ্ড নিয়ে রাজ্যের পাশাপাশি বনগাঁ জুড়েও আন্দোলন, প্রতিবাদের ছবি ফুটে উঠেছিল। আরজিকর আবহে মানুষ ভেবেছিল, এবার হয়তো বনগাঁর পুজোয় ভাটা পড়বে।

কিন্তু এবারের বনগাঁর পুজো অন্যান্য বারের মতোই স্বমহিমায়। ক্লাব কর্তা থেকে সাধারণ মানুষ দুর্গোৎসবের আনন্দে মেতে উঠেছে। তবে বাংলাদেশের রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে অন্যান্য বছর বাংলাদেশ থেকে যে সমস্ত মানুষ বনগাঁর দুর্গাপুজো দেখতে আসেন, আত্মীয় বাড়িতে পাঁচ দিন কাটিয়ে দেশে ফিরে যান, এবার তারা আসতে পারেন নি। ফলে তাদের মন খারাপ। একাধিক ক্লাব কর্তাদের কথায়, 'বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গোৎসব। আর তার উপরে নির্ভর করে জীবিকা নির্বাহ করে লক্ষ লক্ষ ছোট ব্যবসায়ীরা। আমরা মনে করেছি, দুর্গোৎসবটাও জরুরি। তাই এই আয়োজন।'

এবার বনগাঁ শহরে সব মিলিয়ে প্রায় ১০৩ টি বড় পূজা হচ্ছে। ২১ টি বিগ বাজেটের পুজো। যানবাহনের নিয়ন্ত্রণের জন্য নো এন্ট্রি করা হচ্ছে। শহরের রাস্তায় ৩৭ টিড্রাগ গেট এবং ৭টি পুলিশ সহায়তা কেন্দ্র করা হয়েছে

তৃতীয় পাতায়...

ছবিগুলি তুলেছেন
সায়ন ঘোষ ও প্রিয় নন্দী

সুভাষনগর সেবা সমিতি

প্রতাপগড় স্পোর্টিং ক্লাব

আমলাপাড়া অ্যাথলেটিকস ক্লাব

বনগাঁ স্পোর্টিং ক্লাব

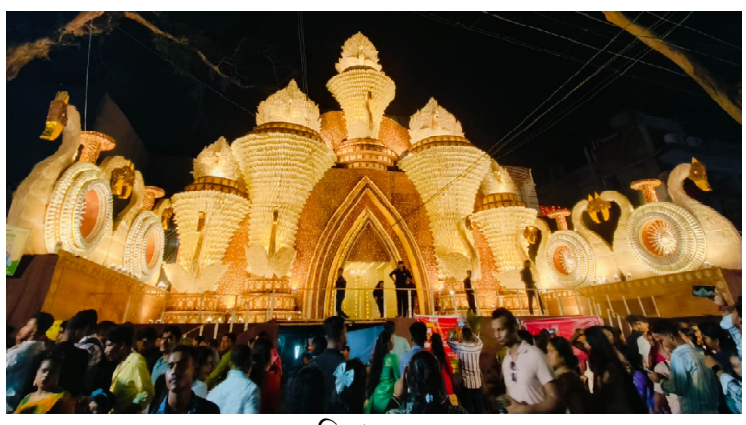

অভিযান সংঘ

ঋতু মেঘা হোটেল এবং রেস্টুরেন্ট
আবাসিক ।। শীততাপ (AC) নিয়ন্ত্রিত।
এখানে চাইনিজ ফুড সহ বিভিন্ন খাবারের ব্যবস্থা রয়েছে।
২৪ ঘন্টাই খোলা
চাঁদপাড়া দেবীপুরস্থিত যশোর রোড সংলগ্ন কৃষি মান্ডির পাশে।
চাঁদপাড়া, গাইঘাটা, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।
Shifting Time সকাল ১০টা থেকে পরের দিন সকাল ১০টা।
যোগাযোগ: 9332224120, 6295316907, 8158065679

IIAT
ISO 9001 : 2015 Certified Organisation
INDIAN INSTITUTE OF ACCOUNTS AND TAXATION
EXPERIENCED FACULTY INCLUDING CA, CMA & ADVOCATE
Tally Prime
MS-Excel
E-filing of Income Tax Return
GST(Goods and Service Tax)
TDS / TCS
ESI / PF
ROC E-Filing
Trademark Filing
Basic Computer
Bongaon, North 24 Parganas
Phone : 980452-2070 707489-8575
Website : www.iiat.in

Behag Overseas
Complete Logistic Solution
(MOVERS WHO CARE)
MSME Code UAM No.WB10E0038805
ROAD - RAIL - BARGE - SEA - AIR
CUSTOMS CLEARANCE IN INDIA
Head Office : 48, Ezra Street, Giria Trade Centre, 5th Floor, Room No : 505, Kolkata - 700001
Phone No. : 033-40648534
9330971307 / 8348782190
Email : info@behagoverseas.com
petrapole@behagoverseas.com
BRANCHES : KOLKATA, HALDIA, PETRAPOLE, GOJADANGA, RANAGHAT RS., CHANGRABANDHA, JAIGAON, CHAMURCHI, LUKSAN, HALDIBARI RS, HILI, FULBARI

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র
সার্বভৌম সমাচার
বর্ষ ০৮ ❐ সংখ্যা ৩০ ❐ ১০ অক্টোবর, ২০২৪ ❐ বৃহস্পতিবার

সন্ত্রস্ত নিরানন্দ পরিবেশের মাঝেই দেবীর আবাহন

চারিদিকে পুজো পুজো গন্ধ। উৎসবের আগমনের সংবাদে শুরু হয়েছে প্রাক্ উৎসব পর্ব। প্যাণ্ডেল সজ্জা, রাস্তায় রাস্তায় লাইটিং, কেনা-কাটার হট্টমেলা। এরই মাঝে আবার পরপর দু'বারের নিম্নচাপের ফলে বহু পরিবার ঘর ছাড়া হয়ে আশ্রয় নিয়েছে বিভিন্ন স্কুল- ত্রাণ শিবিরে। দুর্গা পুজোর আনন্দ তাদের কাছে এবার পুরোটাই মাটি। তিলোত্তমা কাণ্ডের পরও বঙ্গের নানা প্রান্তে প্রতিনিয়ত ঘটে চলেছে নারকীয় ধর্ষণ- হত্যা কাণ্ড। মানুষ মানুষ হবে কবে? কবে সুবুদ্ধির উদয় হবে? রাজ্য জুড়ে ডাক্তারদের আন্দোলন, প্লাবিত এলাকায় জলের মধ্যে বিষাক্ত- হিংস্র প্রাণীর ভয়ের মধ্যে দিনগুজরান, বেহাল রাস্তা, চাকরী না পাওয়া মানুষের যন্ত্রণা, চাকরী প্রার্থীদের আন্দোলন, জীবন্মৃত প্যারা- ভোকেশনাল টিচার, সিভিক ভলেন্টিয়ার, সন্তানহারা পরিবারের বুকফাটা আর্তনাদ! সব মিলিয়ে সন্ত্রস্ত নিরানন্দ পরিবেশ। তার মাঝেই মর্তে দেবীর আবাহন। এমন পরিস্থিতিতে দেবী দুর্গার কাছে একটাই প্রার্থনা— মানুষের সুবুদ্ধির উদয় হোক। মানুষ মানুষ হোক।

দুর্গাপুজোয় ক্রেতা সচেতনতা শিবির

নীরেশ ভৌমিক ঃ অন্যান্য বছরের মতো এবারও শারদোৎসব উপলক্ষে ক্রেতা সচেতনতা শিবির- ২০২৪ এর আয়োজন করে গোবরডাঙ্গা কনজিউমার্স এ্যাসোসিয়েশন কর্তৃপক্ষ। দুর্গোৎসবের সূচনায় গোবরডাঙ্গা স্টেশন চত্বরে এবং পরে আনন্দ সম্মেলন ক্লাবের পুজো মণ্ডপ পার্শ্বস্থ খাঁটুরা উচ্চ বিদ্যালয়ের সম্মুখে শিবিরে প্রতিদিন অপরাহ্ন থেকে সদস্যগণ উপভোক্তা বিষয়ক প্রচারে অংশ নেন। অ্যাসোসিয়েশনের অন্যতম সদস্য অবসর প্রাপ্ত শিক্ষক কালিপদ সরকার, সম্পাদক প্রণব রায় প্রতিমা দর্শনার্থী ও পথ চলতি মানুষজনকে কেনাকাটায় যাতে না ঠকেন, সে ব্যাপারে পরামর্শ দেন। কোন দ্রব্য ক্রয়ের সময় তার ওজন, গুণমান, ছাপ এবং প্যাকেটের উপর পণ্যের যাবতীয় বিবরণাদি দেখে নেবার পরামর্শ দেওয়া হয়।

সমিতির সদস্যগণ শিবিরে আগত সাধারণ মানুষজনকে দোকান থেকে কোন দ্রব্য সামগ্রী ক্রয় করলে অবশ্যই রসিদ নেওয়ার এবং তা যত্ন করে রেখে দেওয়ার কথা জানান। কেনাকাটায় ঠকলে কনজিউমার আদালতে অভিযোগ জানানো যায়, এছাড়া তার আগে কনজিউমার কমিশনে গিয়ে সালিশির মাধ্যমে আপোষ মীমাংসার ব্যবস্থা করা যায় বলে কনজিউমার অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যগণ সকলকে জানান।

বনসাই যখন শিল্প

অজয় মজুমদার

গত সপ্তাহের পর...

গাছটির উচ্চতা ৮০ সে.মি। বয়স ৫০০ বছরের বেশি। এই বনসাইটির মালিক চীনের অধিবাসী। এই ৫০০ বছরের গাছটি ওই চীনা মানুষটির কত পুরুষের লালন-পালন করা গাছ-- তা বেশ অনুমান করা যায়। মনে প্রশ্ন জাগে, এই শিল্পটি তাহলে পারিবারিক ও বংশানুক্রমিক বন্ধনকে বেশ কয়েক ধাপ এগিয়ে দেয়। সামাজিক বন্ধনকে কি ভীষণ দৃঢ়তা প্রদান করে। তাহলে এ শিল্প শুধু যে পরিবেশ সুরক্ষা বা পারিবারিক বন্ধনের ফাঁসই নয়, সুস্থ স্বাভাবিক মানসিকতা, সুনাগরিক হতেও সাহায্য করে। শিল্প মানসিকতা উগ্রতাকে বর্জন করে। সূক্ষ্ম ও গভীর চিন্তা আনতে সাহায্য করে। আর সেই চিন্তা ভাবনা মনন মানুষের জীবনে যদি বেশি করে ছড়িয়ে পড়ে, তাহলে দেশের, সমাজের, পরিবারের উন্নতির সোপান হয়ে উঠবে। এটাই তো স্বাভাবিক।

বনসাইকে মোটামুটি তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমটি ক্ষুদে বনসাই। এইসব বনসাই গাছের উচ্চতা ১৫ সে.মি-র কম। স্বল্প পরিসর যুক্ত ছোট ছোট ফ্ল্যাট বাড়ির পক্ষে খুবই উপযুক্ত। পৃথিবীর প্রায় সব বনসাই শিল্পী সাধারণত বনসাইয়ের পাশাপাশি ক্ষুদে বনসাইয়ের চর্চা করেও আনন্দ পান। ক্ষুদে বনসাইয়ের পক্ষে জুনিপার, পাইন, সেরোসা, ফেটেডা, পারটুলা কারিয়া, আফ্রা, মালফিজিয়া, ককসিজেরা, ছোট জাতের রঙ্গন এবং ফাইকাসের ক্ষুদে পাতাযুক্ত প্রজাতিগুলি বনসাই তৈরির পক্ষে উপযুক্ত। দ্বিতীয়টি হল সাইকেই। একটি থালার মতো ফ্ল্যাট টবে গাছপালা, পাহাড় পর্বত, নদী- ঝরনা প্রভৃতি সহকারে একটি আকর্ষণীয় প্রাকৃতিক চেহারা তৈরি করাকে সাইকেই বলে। চীনের এই শিল্প তৈরিতে সিদ্ধহস্ত। হান রাজত্ব কালে (খ্রীঃপূ: ২০৬ থেকে ১২০ খ্রীঃ) চীন দেশে এই শিল্প ভীষণ জনপ্রিয় ছিল। জিয়াং ফেঙ নামে একজন চীনা সাইকেই বিশারদ একটি থালার মধ্যে বিশ্বভুবন রচনা করতে পারতেন। দীর্ঘদিন সাইকেই শিল্পীরা তেমন কিছু উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি করতে পারেননি। অর্থাৎ এই শিল্পচর্চার ভাটা পড়ে। বর্তমান সময়ে তোশিও কাওয়ামোতো নামের একজন জাপানি বনসাই বিশারদ সাইকেই শিল্পকে পুনরায় জনপ্রিয় করে তোলেন ও পশ্চিমের দেশগুলি তো সাইকেই দ্রুত জনপ্রিয়তা লাভ করেছে।

তৃতীয় বনসাইটি হল সুইসেকি। থালার মতো টবে জড় পদার্থ দিয়ে তৈরী ভূমিরূপ। অগভীর থালার উপর পাথর, মোটাদানার বালি, পাখির পালক, শুকনো ডালপালা, ঘাস, ফুল, চীনামাটির কিংবা পাথর ইত্যাদির তৈরি ক্ষুদ্রাকৃতি মানুষজন, পশুপাখি, ঘর বাড়ি, মন্দির মসজিদ ইত্যাদি নিয়ে সুইসেকি নামক শিল্পকর্মটি তৈরি করা হয়। আবার বনসাই এর আকৃতি অনুসারে নানা রকম নামকরণ হয়ে থাকে। যেমন চোখকান, শাকান, শোকান, হানকান, কেংগাই, ইকাডি-বুকি, ইশিং-সুকি ইত্যাদি। বনসাই গাছ তৈরীর সময় গাছের সকল প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যগুলি বিশেষ ভাবে বজায় রাখা হয়। কেবলমাত্র বনসাই গাছ প্রকৃতির গাছ থেকে আকারে এবং আয়তনে ক্ষুদ্র হয়ে থাকে।

চলবে...

উপন্যাস

বেঙ্গালুরু উবাচ ১

পীযূষ হালদার

গত সপ্তাহের পর...

প্রদীপ জানতে চাইল, "সব উপকরণ কি তোদের বাড়িতেই হয়? বাড়িতে গরু আছে? এই চাল কি জমিতে হয়? নলেন গুড় না কী বললি, এই গুড়টা কোন গাছের থেকে হয় রে?"

আমি বললাম, "হ্যাঁ, সবগুলোই আমাদের বাড়িতে হয়। আমার দাদু লোক দিয়ে চাষ করেন। বাড়িতে দুটো দুধ দেওয়া গরু আছে। তারা দুধ দেয়। খেজুর গাছ গুলো অবশ্য শিউলিরা এসে কেটে যায়। রসটাও পেড়ে আনে। তারপর জ্বাল দিয়ে গুড় তৈরি হয়।"

আমি ওই বয়সেই চোখের ভাষা পড়তে পারতাম। সেদিন প্রদীপের চোখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পেরেছিলাম। গ্রাম সম্পর্কে তার কতই না জিজ্ঞাসা। প্রদীপ আমাকে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, "শিউলি তো একটা ফুলের নাম। তাহলে তুই যে বললি শিউলিরা গাছ থেকে রস পেড়ে আনে। রস কী খেজুর গাছে আম কাঁঠালের মতো ঝুলে থাকে! যে সেটা গাছ থেকে পেড়ে আনতে হয় !"

আমি বুঝেছিলাম প্রদীপের এত জিজ্ঞাসা, আমি কথায় বলে বোঝাতে পারব না। ওর গ্রাম সম্পর্কে কোনও অভিজ্ঞতা নেই। তা না থাক। স্বপ্ন তো আছে। বুঝতে পারলাম, ও আমার মতো স্বপ্নজালে ফেঁদে আছে। স্বপ্নে গ্রাম আছে , মানুষজন আছে, স্বপ্নে ডানা মেলা আছে। এই স্বপ্নটুকু যে মানুষের থাকে, একাডেমিক শিক্ষার থেকে সে অনেক বড় শিক্ষা পায় প্রকৃতির কাছ থেকে। প্রকৃতি তাকে শিখিয়ে দেয় কিভাবে বাঁচতে হবে।

প্রদীপকে আমি বলেছিলাম, "তোকে একবার আমাদের বাড়িতে নিয়ে যাব। দেখতে পাবি সেখানে কত গাছ, কত বড় আকাশ, মাঠ, ঘাট, নদী, পুকুর। সেখানকার ছেলেরা এইটুকু একটা জায়গায় বল নিয়ে ছোটাছুটি করেনা। বড় মাঠের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে ছুটে ছুটে বেড়ায়। কেউ সাইকেলের রিম নিয়ে চালিয়ে বেড়ায়। তুই শিউলি সম্পর্কে জানতে চাস, সেটাও আমি তোকে দেখাব। দেখবি দিনের বেলা শিউলিরা বাঁকের দু'পাশে কতগুলো

চলবে...

ঢাকুরিয়া যুব সংস্থার পূজা মণ্ডপ। ছবি নীরেশ ভৌমিক

জমজমাট বনগাঁর দুর্গোৎসব

প্রথমপাতার পর...

এগিয়ে চলো সংঘ

প্রশাসনের পক্ষ থেকে। এছাড়াও জনসাধারণের সুবিধার জন্য ভ্রাম্যমান পুলিশি টহলেরও ব্যবস্থা থাকছে।

বনগাঁর পুজো গুলির মধ্যে প্রতাপগড় স্পোর্টিং ক্লাবের থিম "কোমল গান্ধার"। হিমাচল প্রদেশের কাংড়া চিত্র শিল্পের অন্যতম প্রধান রাগ কোমল গান্ধার রাগের উপর ভিত্তি করে সেজে উঠছে পুজোর মণ্ডপ। অভিযান সঙ্ঘের পুজো ৭৯ বর্ষের। এ বারের থিম 'অমৃতের সন্ধানে'। পরিবেশ সচেতনতার বার্তা দিতে পরিবেশবান্ধব উপকরণ দিয়ে সেজে উঠছে মণ্ডপ।

আয়রণ গেট স্পোর্টিং ক্লাব

মিলন সংঘ

আয়রন গেট স্পোর্টিং ক্লাব এবং শিমুলতলা অধিবাসী বৃন্দের পুজোর মণ্ডপ তৈরি হয়েছে, কর্নাটকের বিধানসভার আদলে। রেটপাড়া স্পোর্টিং ক্লাবের থিম, মা আসছেন মায়ের ঘরে। টিন দিয়ে তৈরি হচ্ছে মণ্ডপ। মতিগঞ্জ ৩ নম্বর টালিখোলা এগিয়ে চলো সংঘের থিম বৃন্দাবনের 'প্রেম মন্দির'। গান্ধী পল্লি বিবেকানন্দ স্পোর্টিং ক্লাবের থিম "সমারোহে এস হে পরমতর"। মা দুর্গার পুজোয় ব্যবহৃত পুজোর যাবতীয় সামগ্রী দিয়েই তৈরি হচ্ছে মণ্ডপ।

আমলাপাড়া অ্যাথলেটিক ক্লাবের এ বছর প্লাটিনাম জুবিলী বর্ষ। পুজোর থিম 'শহর জুড়ে কলতান আমলাপাড়ায় রাজস্থান'।

জ্ঞানবিকাশিনী সঙ্ঘের পুজোর থিম ধামসা মাদল। বাঁকুড়ার ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি তুলে ধরা হয়েছে। নোবেল স্পোর্টিং ক্লাবের মণ্ডপ হচ্ছে রাজস্থানের প্যাগোডা মন্দিরের আদলে। বনগাঁ রেল বাজার ভারত সঙ্ঘের থিম 'প্রজাপতির দেশে'।

কুমোড় পাড়ার গরুর গাড়ি থিমে ক্লাবের পুজোয় গাছ হীন পৃথিবীর যন্ত্রণার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। চড়ক তলা স্পোর্টিং ক্লাবের থিম 'বোধোদয়।" শিমুলতলা শান্তি সঙ্ঘের এ বারের থিম, মায়ের পুজোয় বাবাকে স্মরণ। মধ্যবিত্ত বাবার সংগ্রামের লড়াই থিমের বিষয়বস্তু।

বিদ্যায়তন ক্লাবের থিম, 'মহাপীঠ তারাপীঠ'। বক্সিপল্লী ইয়ং বেঙ্গল স্পোটিং ক্লাবের থিম 'কৃষ্ণলীলা পার্ক'। চাঁপাবেড়িয়া ঠাকুরপল্লী ইউনাইটেড স্পোটিং ক্লাবের থিম "পাখি সব করে রব"। ১১'র পল্লি যুব গোষ্ঠীর পুজোর থিম 'কান্তারা'। প্রফুল্ল নগর পুজো কমিটি-র এবারের থিম 'কৈলাস ধাম'।

গোপালনগরের পাল্লা দক্ষিণপাড়া পুজো কমিটি ৮৯ বর্ষে থিম করেছে 'দহন'। ক্রমাগত বৃক্ষ ছেদন, অতিমাত্রায় প্লাস্টিকের ব্যবহারের ফলে যে বিশ্ব উষ্ণায়ন ও পরিবেশ দূষণ ঘটছে, সেই চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

নিম্নচাপের ভ্রুকুটিকে উপেক্ষা করে পঞ্চমী থেকে বনগাঁ রাস্তায় মানুষের ঢল নামতে শুরু করেছে। আবহাওয়া যদি অনুকূলে থাকে তাহলে অন্যান্য বারের তুলনায় এবার অনেক বেশি মানুষের সমাগম হবে বনগাঁয় বলে মনে করছেন ক্লাব কর্তা থেকে প্রশাসনিক কর্তারা।

ছবিগুলি তুলেছেন
সায়ন ঘোষ ও প্রিয় নন্দী

বলাকা সমিতি

সেজে উঠছে ১২-র পল্লি স্পোর্টিং ক্লাবের এ বছরের পুজো মণ্ডপ।

বনগাঁ স্পোর্টিং ক্লাবের পুজোর থিম 'ইতি তোমার প্রিয়তমা'। চিঠির অতীত ঐতিহ্যকে স্মরণ করিয়ে দিতে পুজো উদ্যোক্তারা তাদের মন্ডপ ভাবনায় চিঠি এবং ডাক ব্যবস্থাকে প্রাধান্য দিয়েছে। তাদের পুজো মন্ডপটি এক পোস্ট অফিসের আদলে তৈরি হচ্ছে, তার মধ্যে আধপোড়া, দলা পাকানো চিঠি দেখা যাচ্ছে। পশ্চিমপাড়া স্পোর্টিং

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-
৯২৩২৬৩৩৮৯৯
৭০৭৬২৭১৯৫২

শারদোৎসব উপলক্ষ্যে বনগাঁ মহকুমা আইনি পরিষেবা কমিটি'র তরফে বনগাঁর মণীষাঙ্গণ, এগিয়ে চলো ও গান্ধীপল্লি এলাকায় খোলা হয় 'লিগাল লিটারেসি স্টল'। ষষ্ঠীর দিন বনগাঁ মণীষাঙ্গণ এলাকার স্টলে আইনি সহায়ক (PLV)দের সঙ্গে বনগাঁ পৌরসভার চেয়ারম্যান গোপাল শেঠ ও মহকুমা আইনি পরিষেবা কমিটি'র সেক্রেটারী অনিরুদ্ধ চক্রবর্তী। ছবি ঃ নিজস্ব

চাঁদপাড়া অমর সংঘের পুজা মণ্ডপ। ছবি ঃ নীরেশ ভৌমিক

চিরন্তনের ৫দিন ব্যাপী নাট্যকর্মশালা

প্রতিনিধি ঃ ৫দিন ব্যাপী মেদিয়া গার্লস হাই স্কুলে প্রযোজনা ভিত্তিক নাট্যকর্মশালা আয়োজন করল গোবরডাঙ্গা চিরন্তন। প্রায় ৬৩ জন ছাত্রী এই কর্মশালায় অংশগ্রহণ করে। থিয়েটার সম্বন্ধীয় খেলাধুলার মধ্যে দিয়ে কি করে নাটকে বা অভিনয়ে প্রবেশ করা যায় বা অভিনয়ের প্রতি উৎসাহ বাড়ানো যায় সেগুলোই শেখানো হয় এই কর্মশালায়, যার ফলস্বরূপ তিনটি অণু নাটক এই স্কুলের ছাত্রীরা নিজেরাই তৈরি করে। যার মধ্যে রয়েছে মহিষাসুর বধ, অপহরণ এবং শাশুড়ি ভার্সেস বৌমা। এই তিনটি নাটকেরই সংলাপ থেকে শুরু করে নাটকের নামকরণ পর্যন্ত প্রস্তুত করে এই গুণী ছাত্রীরা।

সহযোগী লক্ষ্মণ বিশ্বাস এবং মনোজ দাসকে সঙ্গে নিয়ে পাঁচ দিনের সমগ্র কর্মশালাটি পরিচালনা করেন চিরন্তনের অভিনেতা পরিচালক অজয় দাস। এছাড়াও স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষিকা মঞ্জীতা হালদার রায়, শিক্ষিকা সুমিতা চক্রবর্তী সহ স্কুলের অন্যান্য শিক্ষিকা এবং শিক্ষা কর্মীবৃন্দ যথেষ্ট সহযোগিতা করেন এই নাট্য কর্মশালা সুষ্ঠুভাবে সুসম্পন্ন হওয়ার জন্য।

কর্মশালা শেষে প্রধান শিক্ষিকা তাঁর ভাষণে বলেন, পড়াশোনার পাশাপাশি নাচ গান কবিতা খেলাধূলো নাটক এগুলো করা দরকার ভবিষ্যতে ভালো মানুষ তৈরি হওয়ার জন্য। পরিচালক অজয় দাস বলেন, অভিনয়ের মধ্যে দিয়ে মানুষের সামগ্রিক বিকাশ হয়। অভিনয় করেও ভালো রেজাল্ট করা যায়। তার প্রচুর প্রমাণ আছে। উল্লেখিত তিনটি অনু নাটকই গোবরডাঙ্গা চিরন্তনের আগামী বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো হবে বলে সম্পাদিকা সুতপা কর্মকার জানান।

গোবরডাঙা মৃদঙ্গম
Gobardanga Mridangam
Reg. S/1L/96095
গোবরডাঙা মৃদঙ্গম -এর চলতি প্রযোজনা
আমি নটী
ভাবনা ও নাটক : বরুণ কর
ছায়াকৃত
নাটক ও নির্দেশনা : কুশল ডেকা
a political dream
নাটক : পঙ্কজ জ্যোতি ভুঁইয়া
RE BIRTH
ভাবনা ঃ বরুণ কর
মেঘ মল্লার
নাটক : বরুণ কর
অপেক্ষায়
নাটক : বরুণ কর
সম্পাদনা ও নির্দেশনা : বরুণ কর
আপনাদের লালনে ও শাসনে বেঁচে থাকুক আমাদের এই প্রয়াস
09732481666/ 07908016462/ 09433278921,
Email. gobardangamridangam@gmail.com

সম্পর্ক গড়ে
নিউ পি. সি. জুয়েলার্স
হলমার্ক গহনা ও গ্রহরত্ন

আমাদের সোনার দাম পেপার- রেট ও নৈমিত্তিক মূল্য অনুযায়ী

(১) আমাদের এখানে রয়েছে হাল্কা, ভারী আধুনিক ডিজাইনের গহনার বিপুল সম্ভার। (২) আমাদের মজুরী সবার থেকে কম। আপনি আপনার স্বপ্নের সাধের গহনা ক্রয় করতে পারবেন সামান্য মজুরীর বিনিময়ে। (৩) আমাদের নিজস্ব জুয়েলারী কারখানায় সুদক্ষ কারিগর দ্বারা অত্যাধুনিক ডিজাইনের গহনা প্রস্তুত ও সরবরাহ করা হয়। (৪) পুরানো সোনার পরিবর্তে হলমার্ক যুক্ত গহনা ক্রয়ের সুব্যবস্থা আছে। (৫) আমাদের এখানে পুরাতন সোনা ক্রয়ের ব্যবস্থা আছে। আধার কার্ড ও ব্যাঙ্ক ডিটেলস নিয়ে শোরুমে এসে যোগাযোগ করুন। (৬) আমাদের শোরুমে সব ধরণের আসল গ্রহরত্ন বিক্রয় করা হয় এবং জিয়োলজিক্যাল সার্ভে অব্ ইন্ডয়া দ্বারা টেস্টিং কার্ড গ্রহরত্নের সঙ্গে সরবরাহ করা হয় এবং ব্যবহার করার পর ফেরত মূল্য পাওয়া যায়। হোলসেলেরও ব্যবস্থা আছে। (৭) সর্বধর্মের মানুষের জন্য নিউ পি সি জুয়েলার্স নিয়ে আসছে ২৫০০ টাকার মধ্যে সোনার জুয়েলারী ও ২০০ টাকার মধ্যে রূপার জুয়েলারী, যা দিয়ে আপনি আপনার আপনজনকে খুশি করতে পারবেন। (৮) প্রতিটি কেনাকাটার ওপর থাকছে নিউ পি সি অপটিক্যাল গিফ্‌ট ভাউচার। (৯) কলকাতার দরে সব ধরনের সোনার ও রূপার জুয়েলারী হোলসেল বিক্রয়ের ব্যবস্থা আছে। (১০) সোনার গহনা মানেই নিউ পি সি জুয়েলার্স। (১১) আমাদের এখানে বসছেন স্বনামধন্য জ্যোতিষী ওম প্রকাশ শর্মা, সপ্তাহে একদিন— বৃহস্পতিবার। (১২) নিউ পি সি জুয়েলার্স ফ্রান্সচাইজি নিতে আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন। আমরা এক মাসের মধ্যে আপনার শোরুম শুরু করার সব রকম কাজ করে দেবো। যাদের জুয়েলারী সম্পর্কে অভিজ্ঞতা নেই, তারাও যোগাযোগ করুন। আমরা সবরকম সাহায্য করবো। শোরুমের জায়গার বিবরণ সহ আগ্রহীরা বর্তমানে কী কাজের সঙ্গে যুক্ত এবং আইটি ফাইলের তথ্যাদি নিয়ে যোগাযোগ করুন। (১৩) জুয়েলারী সংক্রান্ত ২ বৎসরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন পুরুষ সেলসম্যান চাকুরীর জন্য Biodata ও সমস্ত প্রমাণপত্র সহ যোগাযোগ করুন দুপুর ১২টা থেকে বিকাল ৫টার মধ্যে। (১৪) সিকিউরিটি সংক্রান্ত চাকুরীর জন্য পুরুষ ও মহিলা উভয়ে যোগাযোগ করুন। বন্দুক সহ ও খালি হাতে। সময় দুপুর ১২টা থেকে বিকাল ৫টার মধ্যে। (১৫) অভিজ্ঞ কারিগররা কাজের জন্য যোগাযোগ করুন। (১৬) Employee ও কারিগরদের জন্য ESI ও PF এর ব্যবস্থা আছে। (১৭) অভিজ্ঞ জ্যোতিষিরা ডিগ্রী ও সমস্ত ধরণের Documents সহ যোগাযোগ করুন। (১৮) দেওয়াল লিখন ও হোর্ডিংয়ের জন্য আমাদের শোরুমে এসে যোগাযোগ করুন। (১৯) আমাদের সমস্ত শোরুম প্রতিদিন খোলা। (২০) Website : www.newpcjewellers.com (২১) e-mail : npcjewellers@gmail.com

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স	নিউ পি. সি. জুয়েলার্স ব্রাঞ্চ	নিউ পি. সি. জুয়েলার্স বিউটি
বাটার মোড়, বনগাঁ (বনশ্রী সিনেমা হলের সামনে)	বাটার মোড়, বনগাঁ (কুমুদিনী বিদ্যালয়ের বিপরীতে)	মতিগঞ্জ, হাটখোলা, বনগাঁ, উত্তর ২৪ পরগনা

এন পি.সি. অপটিক্যাল

১। বনগাঁতে নিয়ে এলো আধুনিক এবং উন্নত মানের সকল প্রকার চশমার ফ্রেম ও সমস্ত রকমের আধুনিক এবং উন্নত মানের পাওয়ার গ্লাসের বিপুল সম্ভার।
২। সমস্ত রকম কন্টাক্ট লেন্স-এর সুব্যবস্থা আছে।
৩। আধুনিক লেন্সোমিটার দ্বারা চশমার পাওয়ার চেকিং এবং প্রদানের সুব্যবস্থা আছে। এছাড়াও আমাদের চশমার ওপর লাইফটাইম ফ্রি সার্ভিসিং দেওয়া হয়।
৫। আমাদের এখানে চশমার ফ্রেম এবং সমস্ত রকমের পাওয়ার গ্লাস হোলসেল এর সুব্যবস্থা আছে।

চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডাক্তারবাবুদের চেম্বার করার জন্য সমস্ত রকমের ব্যবস্থা আছে।
যোগাযোগ করতে পারেন। মো: 8967028106

বাটার মোড়, (কুমুদিনী স্কুলের বিপরীতে), বনগাঁ

ডুমা লার্জ সাইজড্ প্রাইমারী কো-অপারেটিভ এগ্রিকালচারাল ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড

ডুমা, পোঃ- ছেকাটি, গাইঘাটা, উত্তর ২৪ পরগণা
রেজিঃ নং- ১৫০/১৯৫৭

১। ন্যায্য মূল্যে কৃষকদের কাছে সার ও কীটনাশক বিক্রয় করা হয়।
২। কৃষকদের লোন দেওয়া হয়।
৩। ব্যাংকিং পরিষেবা দেওয়া হয়।

শ্রী বিশ্বনাথ মণ্ডল	শ্রীদেব প্রসন্ন মজুমদার	শ্রী বলরাম দাস
সভাপতি	সম্পাদক	ম্যানেজার

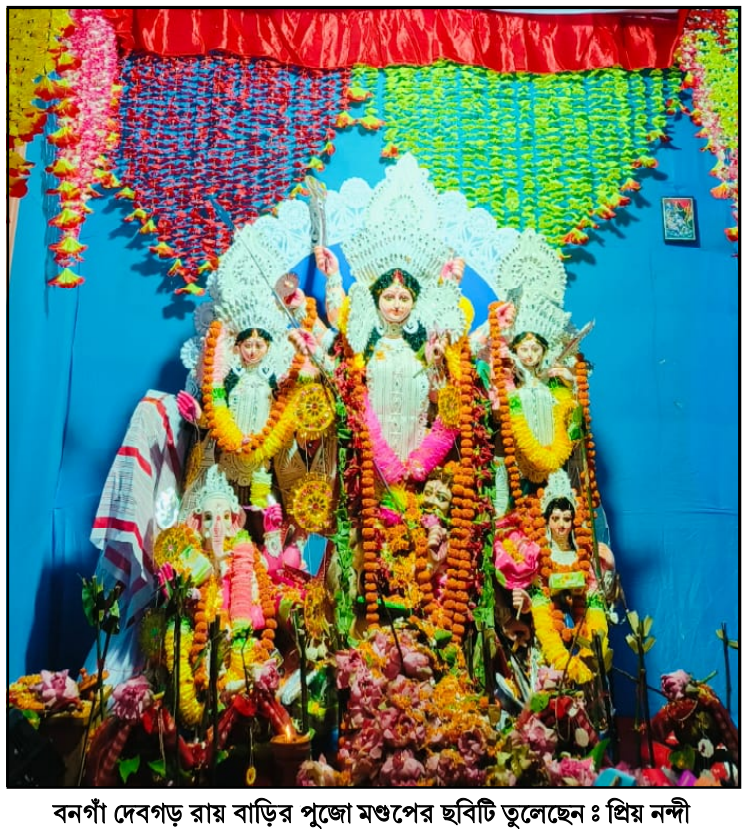

বনগাঁ দেবগড় রায় বাড়ির পুজো মণ্ডপের ছবিটি তুলেছেন ঃ প্রিয় নন্দী

Printer, Publisher & Owner **Utpal Mallick**, Published at Kalupur (Uttarpara, P.O.- Kalupur, P.S.- Bongaon, Dist.- North 24 Parganas, W.B. PIN- 743235 and Printed at KUMAR PRESS at Tawbazar, Bongaon, North 24 Parganas, W.B., PIN- 743235 - **9232633899 / 9134228513 / 9647791986 / 8972800084**
e-mail.- sarbabhauma@gmail.com, Web- https://www.sarbabhaumasamachar.in Sub- Editor- **Haridas Golder** Editor- **Utpal Mallick**

বস্ত্র বিতরণ

পিতৃ স্মৃতিতে

নীরেশ ভৌমিক ঃ বাঙালীর শ্রেষ্ঠ উৎসব শারদোৎসবে এলেকার দরিদ্র, অসহায় ও বন্যা দুর্গত মানুষজনের মুখে হাসি ফোটাতে সদ্য প্রয়াত পিতা মনিলাল দত্তের পুণ্য স্মৃতিতে অন্ন ও বস্ত্রদান কর্মসূচীর আয়োজন করে পুত্র ভবেশ দত্ত ও কমলেশ দত্ত। পুজোর শুরুতেই দত্তপরিবারের দুই ভাইয়ের আহ্বানে এলেকার শ'দুয়েক দুস্থ মানুষজন দত্ত বাড়িতে এসে উপস্থিত হন। সকলকে মধ্যাহ্ন ভোজনে আপ্যায়িত করা হয়। দত্তপরিবারের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গাইঘাটা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ইলা বাক্চি, সহ সভাপতি গোবিন্দ দাস, পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ নিরুপম রায়, চাঁদপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের উপ প্রধান বৈশাখী বর বিশ্বাস, জননেতা কপিল ঘোষ, শ্যামল বিশ্বাস, সুভাষ হালদার, জয়দেব বর্ধন, আইনজীবী অর্নব চ্যাটার্জী প্রমুখ। এই মানবিক কর্মসূচীকে সার্থক করে তুলতে দত্ত পরিবারের দুই গৃহবধু রিঙ্কু ও সোমাদেবীর ভূমিকাকেও সাধুবাদ জানান উপস্থিত সকলে।

আনন্দ সংঘের

প্রতিনিধি ঃ চাঁদপাড়ার ঐতিহ্যবাহী আনন্দ সংঘের দুর্গা পুজো ও উৎসব এবারে ৫৫তম বর্ষে পদার্পন করেছে। দীর্ঘ পথ চলার এই ৫৫ বৎসরকে স্মরণীয় করে রাখতে পুজো কমিটি এবারও বস্ত্র বিতরণ কর্মসূচীর আয়োজন করে। গত ৮ অক্টোবর অপরাহ্নে পূজা প্রাঙ্গনে বস্ত্র প্রদান অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে বিশিষ্টজনদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় জেলা পরিষদ সদস্য অভিজিৎ বিশ্বাস, শিপ্রা বিশ্বাস, বাগদার প্রাক্তণ বিধায়ক বিশ্বজিৎ দাসসহ আরো অনেকে। বস্ত্রপ্রদান অনুষ্ঠানে এলেকার বিভিন্ন গ্রাম থেকে আসা দুস্থ ও বন্যা দুর্গত মানুষজনের হাতে নতুন কাপড় তুলে দিয়ে শুভেচ্ছা জানান উপস্থিত বিশিষ্টজনেরা।

শহীদ স্মৃতি অ্যাসোসিয়েশনের

প্রতিনিধি ঃ আসন্ন শারদোৎসবে সকলের মুখে হাসি ফোটাতে বিগত বৎসরের মতো এবারও দুর্গা পুজোর প্রাক্কালে বস্ত্রদান এবং সেই সঙ্গে অন্নদানেরও আয়োজন করে চাঁদপাড়ার অন্যতম সমাজসেবি সংস্থা শহীদ স্মৃতি অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যগণ। গত ৬ অক্টোবর স্থানীয় ঢাকুরিয়া হাইস্কুল মাঠে আয়োজিত সংগঠনের অন্ন ও বস্ত্রদান কর্মসূচীর সূচনা করেন গাইঘাটার বিডিও নীলাদ্রি সরকার, ছিলেন ক্রীড়াবিদ ও প্রশিক্ষক প্রদীপ বিশ্বাস (মঙ্গল)। সংগঠনের সভাপতি দীপঙ্কর দাস ও সম্পাদক রাকেশ মণ্ডল উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানান। বিডিও নীলাদ্রিবাবু অ্যাসোসিয়েশনের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়ে আয়োজিত মহতী কর্মসূচীর সাফল্য কামনা করেন। সেই সঙ্গে উপস্থিত কয়েকজন দুঃস্থ মানুষের হাতে বস্ত্র তুলে দিয়ে শুভেচ্ছা জানান। এদিন চাঁদপাড়াসহ বিভিন্ন এলেকা থেকে আগত শতাধিক দরিদ্র মানুষের হাতে ধুতি, শাড়ি, গেঞ্জি এবং ছোটদের হাতে নতুন পোশাক তুলে দেন উদ্যোক্তারা এবং সেই সঙ্গে সকলের হাতে খাবারের প্যাকেট তুলে দেওয়া হয়।

সেরা বিএলও-দের পুরস্কার প্রদান গাইঘাটার ডুমা পঞ্চায়েতে

নীরেশ ভৌমিক ঃ গাইঘাটা ব্লকের ডুমা অঞ্চলের দুই বুথ লেবেল কর্মী দীপঙ্কর বিশ্বাস ও সোনিয়া সরকারকে বিশেষ পুরস্কারে সন্মানিত করা হয়।

গত ১ অক্টোবর পঞ্চায়েত কার্যালয়ের সভাকক্ষে আয়োজিত পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন ব্লকের বিডিও নীলাদ্রি সরকার। ভোটার তালিকা প্রস্তুত থেকে নির্বাচনের কাজ সুষ্ঠু ভাবে সম্পন্ন করার পেছনে যাদের অবদান যথেষ্ট, সেই সমস্ত বুথ স্তরের নির্বাচন কর্মীদের অঞ্চলের পক্ষ থেকে সম্মান ও পুরস্কার প্রদান করায় বিডিও শ্রী সরকার গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান

সহ সংশ্লিষ্ট সকলকে অভিনন্দন জানান। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ব্লকের নির্বাচন দফ্তরের নবাগত আধিকারিক তন্ময় বিশ্বাস ও অসিত বক্সী। ছিলেন অঞ্চলের ভারপ্রাপ্ত বিএলও সুপারভাইজার তনুব্রত দে ও অমর মজুমদার। অন্যতম বিএলও পঞ্চায়েত কর্মী অমর মজুমদার জানান, ৯৬ বনগাঁ দক্ষিণ বিধান সভার ডুমা অঞ্চলের ৩০ জন বুথ লেবেল কর্মীর মধ্যে এদিন ২৪ জন উপস্থিত ছিলেন। এঁদের মধ্যে ভালো কাজের জন্য ১৯৮ নং বুথের দায়িত্বশীল বিএলও শিক্ষক দীপঙ্কর বিশ্বাস ও ১৯২ নং বুথের সোনিয়া সরকারকে স্মারক উপহারে বিশেষ সম্মান জ্ঞাপন করা হয়। গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে প্রাপ্ত বিশেষ সম্মান ও পুরস্কার সকল বিএলও কর্মীদের আরোও ভালো কাজের প্রেরণা জোগাবে বলে পরিদর্শক অমরবাবু প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

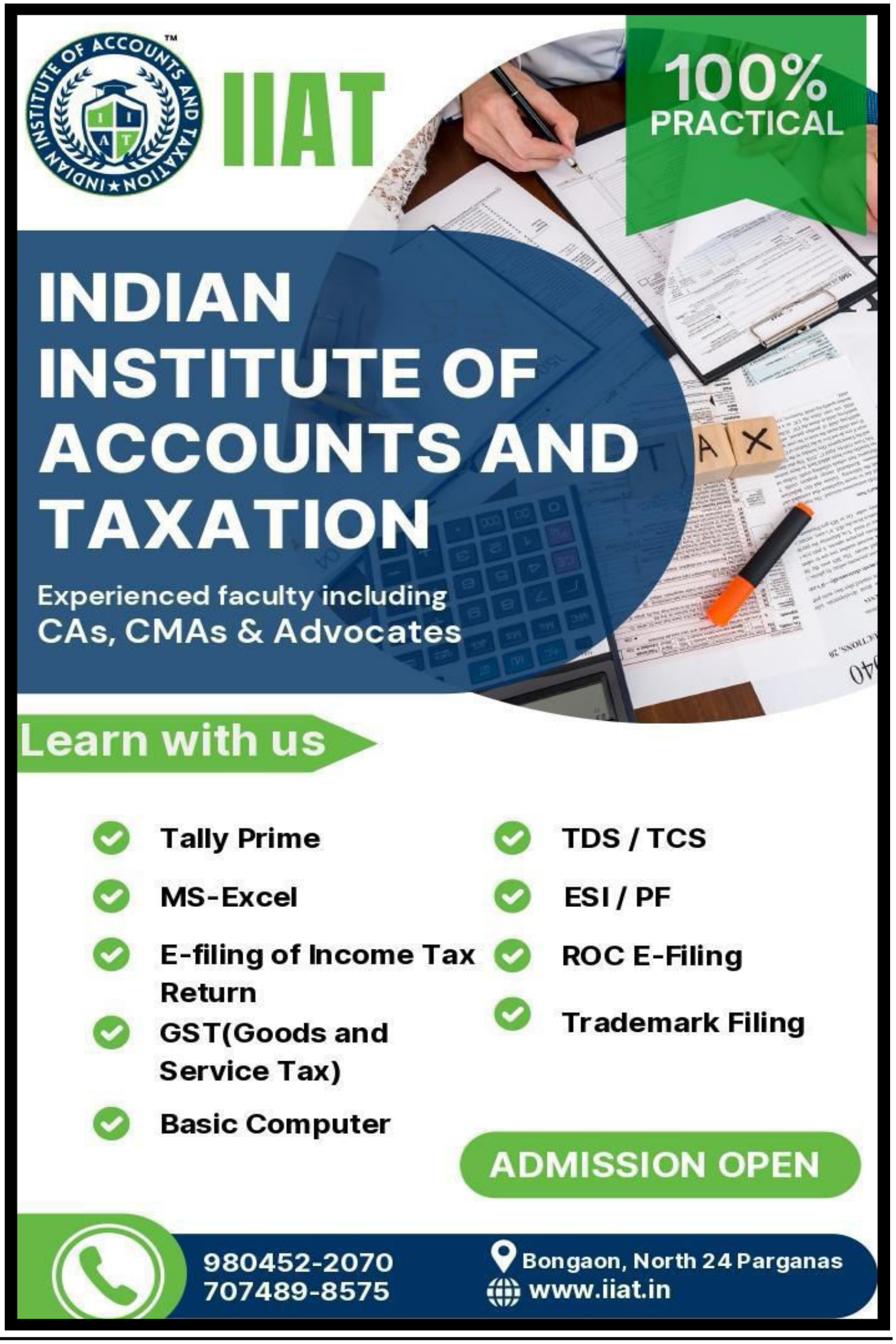

নিবন্ধ

হালিশহর

বাসুদেব মুখোপাধ্যায়

প্রাসাদমালা বিভূষিত হাবেলী শহর বা হালিশহর City of Palaces একদা নতুন আলোর সন্ধান দিয়েছে বাঙালিকে। সাধক কবি রামপ্রসাদের নাম এই জায়গার সঙ্গে জড়িত। বর্তমান আধুনিকতম শহর কলকাতা যখন জঙ্গলাকৃত; সুতানুটি, দিবদহ, গোবিন্দপুর প্রভৃতি কয়েকটি গ্রামের সমষ্টি নিয়ে অনুন্নত অবস্থায়, তখন এই অঞ্চলে প্রসাদ নগরী হাবেলী শহর বলে পরিচিত ছিল।

প্রবাদ আছে, নদিয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় এই অঞ্চলের অধিবাসীদের পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হয়ে বছরের কিছুকাল এখানে বসবাস করতেন। নানা দেশে থেকে রাজকুমারেরা এখানে সংস্কৃত শিখতে আসতেন। সেই জন্যেই এই অঞ্চল 'কুমারহট্ট' নামে পরিচিত ছিল। এখানকার জন সাধারণ সংস্কৃত ভাষায় অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল। প্রবাদ আছে, মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র এখানকার জনৈক রজকের মুখে 'রজকোহং নহি প্রণম্য' কথা শুনে বিস্মিত হয়ে গিয়েছিলেন। বস্তুত কুমারহট্ট তখনকার কালে শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ বলে বিখ্যাত ছিল। প্রসিদ্ধ ব্রিটেনে ভৌগলিক অভিধানের প্রাচীন সংস্করকে দেখা যায় যে, হালিশহরের সমৃদ্ধি সম্বন্ধে লেখা আছে —*"Halisahar famous for Sanskrit Colleges"*

কৃষ্ণচন্দ্র কুমারহট্টের উপর প্রসন্ন ছিলেন বলেই ব্রাহ্মণ মাত্রকেই নিস্কর ব্রহ্মোত্তর ভূমি দান করেছিলেন। এই সময়েই সাধক কবি রামপ্রসাদের কবিত্বে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে ১০০ বিঘা নিষ্কর ভূমি ও কবি রঞ্জন উপাধি দান করেন। পরবর্তীকালে হালিশহরের প্রসিদ্ধি সম্বন্ধে 'নীলদর্পন' খ্যাত দীনবন্ধু মিত্র তাঁর 'সুরধনী' কাব্যে লিখেছেন—

"নামে হালিশহর নগর রসময়,
বিবাহ বাসরে যথা নৃত্যগীত হয়।
বসতি করিত রামপ্রসাদ এখানে,
বিমোহিত হয় মন যার মিষ্ট গানে।"

সাধক প্রবর রামপ্রসাদ ছাড়াও এই স্থানের ধূলিকনাকে পূণ্যভূমিতে পরিণত করে গেছেন মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের দীক্ষাদাতা ব্রহ্মচারী ঈশ্বরসূরী। সাধক প্রবর স্বামী নিগমানন্দ, 'চৈতন্য ভাগবত' প্রণেতা বৃন্দাবন দাস, পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে তিনি নবদ্বীপ থেকে এখানে আসেন সাধনার জন্য। সুপ্রসিদ্ধ মাসিক পত্র 'প্রচার' সম্পাদক বঙ্কিমচন্দ্রের জামাতা রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এখানকার অধিবাসী। সুসাহিত্যিক নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের জন্মভূমি এই হালিশহরে। চিকিৎসা বিভাগের কর্ণেল কে.পি. গুপ্তের নাম বিশ্ববিশ্রুত; তিনিও ওখানকার অধিবাসী। খ্যাতনামা সাহিত্যিক উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও বোস আইনস্টাইন পত্রের বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক সত্যেন্দ্রনাথ বসু এই স্থানের গৌরব বৃদ্ধি করেছেন।

প্রতিধ্বনির আগমনী

প্রাকৃতিক দুর্যোগের আঘাতে মানুষ বিধ্বস্ত হলেও বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গোউৎসব মানুষের দ্বারে কড়া নাড়ছে, শুভ মহালয়ার দিনে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের চন্ডীপাঠের মাধ্যমে মায়ের আগমনের বার্তা ছড়িয়ে দেওয়া হয় ঠিকই তার আগে উত্তর ২৪ পরগনার অন্যতম সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ঠাকুরনগর প্রতিধ্বনি সাংস্কৃতিক সংস্থা তাদের নৃত্য সংগীত এবং আবৃত্তির মাধ্যমে ২৮ সেপ্টেম্বর শনিবার সন্ধ্যায় এলাকায় মাতৃ আগমনের বার্তা দিকে দিকে ছড়িয়ে দেয়। তমাল কৃষ্ণ বণিকের চণ্ডীপাঠ সহ ইশা হালদার এবং শুভজিৎ বিশ্বাসের সঙ্গীত এর মাধ্যমে মহিষাসুরমর্দিনী গীতিআলেখ্য উপস্থাপিত হয়। এছাড়াও নৃত্য গুরু মাম্পি দাস পালের নৃত্য সহ সংগঠনের অন্যান্য শিল্পীদের নৃত্য ও আবৃত্তি দর্শকদের যথেষ্ট মন কাড়ে। ঠাকুরনগরের কবি বিনয় মজুমদারের বাসভবনে অনুষ্ঠিত আগমনী উৎসবে দর্শকদের উপস্থিতি ছিল যথেষ্ট চোখে পড়ার মত। ছবি ও তথ্য ঃ নীরেশ ভৌমিক

ফের যশোর রোডের মরা গাছের ডাল ভেঙে মৃত ১, ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি : যশোর রোডের দুধারে প্রাচীন সিরিশ গাছের ডাল ভেঙে একাধিক মানুষের প্রাণহানির ঘটনা ঘটেছে। বিপদজনক শুকনো মরা গাছের ডাল নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই এলাকায় আতঙ্ক রয়েছে। ফের পেট্রাপোল বন্দর এলাকায় গাছের মরা ডাল ভেঙে মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। আর এই মৃত্যুর ঘটনা নিয়ে চরম ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে স্থানীয়দের মধ্যে। পুলিশ জানিয়েছে, মৃত ব্যক্তির নাম ইসমাইল খাঁ (৩৬)। বাড়ি বনগাঁ থানার চাকলা এলাকায়। পেট্রাপোল বন্দর এলাকায় শ্রমিকের কাজ করতো। স্থানীয়রা জানিয়েছে, এদিন বেলা ১ টা নাগাদ পেট্রাপোল বন্দরের এক নম্বর গেট এলাকায় একটি হোটেল থেকে খাওয়া দাওয়া করে বেরিয়েছিল ওই ব্যক্তি।

শুভ শারদীয়া ও দীপাবলীর আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন—

ব্যানার্জী অটো মোবাইল

এখানে সকল প্রকার পুরাতন গাড়ি ক্রয়- বিক্রয় করা হয়।
(ইউসড্ কার)

বিঃদ্রঃ- এখানে গাড়িভাড়া পাওয়া যায়।

মো ঃ ৮৬১৭৬১৯৫৪৪, ৭৯০৮২৬১৮৬৬, ৮৩৫০০১২৯৩৮
ঢাকুরিয়া কালীবাড়ি (চৌমাথা মোড়), চাঁদপাড়া, ঠাকুরনগর রোড, গাইঘাটা, উত্তর ২৪ পরগণা, পিন- ৭৪৩২৪৫

দৃষ্টি
স্থাপিত ঃ ১৯৯০

দত্তপুকুর দৃষ্টি নাট্যসংস্থা
নিবাধুই মান্নাপাড়া, দত্তপুকুর, উত্তর ২৪ পরগণা
পশ্চিমবঙ্গ, সূচক ঃ ৭৪৩২৪৮
মোবাইল ঃ ৯৮৩০৪২৬২৭৬

শিল্পশালা
চর্চা থেকে প্রয়োগ পথ ....

শারদ শুভেচ্ছা গ্রহন করুন

মধুসূদনকাটি সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ

সমবায় আন্দোলনে সমিতির অর্জিত সম্মান

রাজ্য পর্যায়ে ৪ বার (১৯৯৪, ২০০৪, ২০০৯, ২০১৪)
জাতীয় পর্যায়ে ১ম স্থান ৩ বার (২০০২, ২০১৪, ২০২২)
রাজ্য পর্যায়ে একটি স্ব-নির্ভর গোষ্ঠীকে ১ম স্থান (২০২২)

পরিষেবা

কৃষি ঋণ, সার্টিফিকেট ঋণ, বন্ধকী ঋণ, সঞ্চয় প্রকল্প (ব্যাঙ্কিং), অন- লাইন টাকা লেনদেন।
সার, বীজ, কীটনাশক ইত্যাদি বিক্রয়, স্বল্প মূল্যে আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি ভাড়া প্রদান, অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা।
প্রতিষ্ঠা দিবসে রক্তদান শিবির, স্থায়ী চিকিৎসা কেন্দ্র। জিমনাশিয়াম ভবন, অনুষ্ঠান ভবন ও অতিথি ভবন।
হীরক জয়ন্তী শিশু উদ্যান।
সংরক্ষিত বৃষ্টির জল থেকে 'সুলভ নিরাপদ পানীয়' জল প্রকল্প।
৭টি গোডাউনে মোট ধারণ ক্ষমতা ৩০০০ মেঃ টন। ১৮০টি স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী, ৪টি 'সুফলা' সব্জি বিক্রয় কেন্দ্র।
সমবায় পরিবারের শিশু কিশোরদের সাংস্কৃতিক প্রতিভা বিকাশে মুক্ত মঞ্চ।

কালীপদ সরকার
সভাপতি
৯৩৩২০০৫৫১২

দেবাশিস বিশ্বাস
সম্পাদক
৯৪৭৫২১৫০১৬

মহাদেব দালাল
ম্যানেজার
৭০০১৭০৪৯৮৪

রেজি নং- ১৩৬/১৯৫৭
ই-মেল- mkskus1957@gmail.com, পূর্ব বিষ্ণুপুর, গাইঘাটা, উত্তর ২৪ পরগণা।

সুকুমার রায়ের কবিতা অবলম্বনে
নতুন নাটক
মায়া নদী
রবি ঠাকুরের কবিতা অবলম্বনে
একলা রামের ঘড়ি
স্বপ্নচর
২০২৪
Contact us
YouTube
উপেন্দ্রকিশোরের গল্প নিয়ে..
টুনটুনি লো
রাজার ঘরে যে ধন আছে
টুনির ঘরেও সে-ধন আছে ...
অরাজনৈতিক
হাসান মিয়াঁর হাঁস
সঙ্গীত নাটক ও নির্দেশনা - মহঃ সেলিম
প্রযোজনা - স্বপ্নচর
মঞ্চ সঙ্গীত নাটক ও নির্দেশনা – মহঃ সেলিম।
স্বপ্নচর। গোবরডাঙা। উত্তর ২৪ পরগনা। কথা - ৯১৫৩৭৭৭৯৯৬ / ৯৮০০২৩৭৪৩৫

নিবন্ধ

দেশের প্রথম মহিলা চিকিৎসক কাদম্বিনী স্মরণে

নীরেশ চন্দ্র ভৌমিক

পরাধীন ভারতবর্ষের প্রথম মহিলা চিকিৎসক কাদম্বিনী বসু গাঙ্গুলী ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই জুলাই বর্তমান বিহার প্রদেশের ভাগলপুরে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতৃদেব ব্রজ কিশোর বসু তখন ভাগলপুরের একটি স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। ব্রজকিশোর বাবু সে সময় ভাগলপুরে নারী মুক্তির আন্দোলন শুরু করেন এবং সেই আন্দোলনকে জোরদার করতে ১৮৬৩ সালে ভাগলপুরে দেশের প্রথম নারী সংগঠন ভাগলপুর মহিলা সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন।

কাদম্বিনী দেবী শৈশবে ব্রাহ্ম ইডেন ফিমেল স্কুল ও পরে ঢাকায় ইংরেজি স্কুলে পড়াশুনা করেন। অতঃপর কলকাতার হিন্দু মহিলা বিদ্যালয়ে অধ্যায়ন করেন। বর্তমানে সেটি বেথুন স্কুল নামে পরিচিত। ১৮৮০ সালে এফ.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রথম মহিলা শিক্ষার্থীনি। তিনি এবং চন্দ্রমুখী বসু বেথুন কলেজ থেকে প্রথম মহিলা স্নাতক হন। মেডিক্যাল কলেজে ভর্তির প্রাক্কালে ১৮৮৩ সালের ১২ জুন দ্বারকনাথ গাঙ্গুলীর সাথে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন কাদম্বিনী।

কাদম্বিনীদেবীই প্রথম ভারতীয় মহিলা যিনি ১৮৮৪ সালে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হন এবং আধুনিক মেডিসিন ডিগ্রি নিয়ে অনুশীলন করেন। পরবর্তীতে তিনি স্কটল্যাণ্ডে গিয়েও চিকিৎসা শাস্ত্রের উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। এরপর দেশে ফিরে একটি সফল চিকিৎসা অনুশীলন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। কাদম্বিনীদেবীর সাথে একই বছরে আনন্দীবাঈ জোশীও পাশ্চাত্য চিকিৎসা

চিকিৎসক কাদম্বিনী বসু গাঙ্গুলী

বিদ্যায় ডিগ্রি লাভ (১৮৮৬) করেন। তবে আনন্দীবাঈ অল্প বয়সেই প্রয়াত হওয়ায় বেশিদিন চিকিৎসা করার সুযোগ তিনি পাননি। তাই বলা চলে কাদম্বিনীদেবীই ছিলেন ভারতবর্ষের অনুশীলনকারী প্রথম মহিলা চিকিৎসক। অন্যদিকে কাদম্বিনী বসু ছিলেন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম মহিলা স্পীকার।

আমেরিকান ইতিহাসবিদ ডেভিড কপ্‌ফ এর মতে, কাদম্বিনী গাঙ্গুলী যথাযথভাবে তাঁর সময়ের সবচেয়ে দক্ষ এবং মুক্ত ব্রাহ্ম মহিলা ছিলেন। সেকারণে কাদম্বিনীকে রক্ষণশীল সমাজপতিদের নিকট থেকে ব্যাপক ভাবে সমালোচিত হতে হয়েছিল। এডিনবরা থেকে শিক্ষান্তে দেশে ফিরে নারীর অধিকার ও নারী মুক্তি নিয়ে প্রচার আন্দোলনে নামলে তৎকালীন রক্ষণশীল সমাজপতিদের নিকট থেকে কাদম্বিনীকে অনেক কটূকথা শুনতে হয়। তবুও তিনি নারী মুক্তির আন্দোলন থেকে পিছিয়ে আসেননি।

ব্রিটিশ ভারতের প্রথম মহিলা চিকিৎসক ও এদেশের নারী মুক্তি আন্দোলনের পথিকৃত কাদম্বিনী বসু গাঙ্গুলী অবশেষে ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা ফেব্রুয়ারী ৬২ বছরে কলকাতায় প্রয়াত হন। শুধুমাত্র ভারতবর্ষের প্রথম মহিলা চিকিৎসক হিসেবে নয়, দেশের নারী মুক্তির আন্দোলনে কাদম্বিনীদেবীর অবদান শুধু দেশবাসীর নিকট নয়, বিশ্বের ইতিহাসেও চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

ছবি সৌজন্যে গুগুল।

FOR ALL YOUR TAX AND ACCOUNT MANAGEMENT

TAX AND LAW
Solution for Taxation and Legal Service

OUR FEATURES

- Experienced Professionals
- 100% Confidentiality
- Quality Services
- Single Window Service
- Affordable Price
- Free Consultation

OUR SERVICES

- INCOME TAX RETURN
- GST
- COMPANY REGISTRATION
- FOOD LICENSE
- IEC CODE REGISTRATION
- DIGITAL SIGNATURE
- MSME REGISTRATION
- TRADE MARK REGISTRATION
- ISO CERTIFICATION
- PAN CARD

@ Page3 Digital @ 9300 920000

CHHAYGHARIA (BESIDE ST. JOSEPH SCHOOL), BONGAON, NORTH 24 PGS, PIN- 743405
7074898575 | 9064071885 | astaxandlaw@gmail.com | astaxandlaw

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র
সার্বভৌম সমাচার
Sarbabhauma Samachar

সৃষ্টির অলংকার

তাপস তরফদার

বুঝতে পারলাম না সৃষ্টির অলংকার
সূর্যের আলো রাতের আঁধার।
হৃদয় ঝাঁঝালো শব্দের গন্ধ
পৃথিবীর রহস্য অধরা বোধহীন।

এত কোলাহল মধুমাখা সুবাস,
সবুজ আকাশ ডানাহীন, নীল
ঋতু বৈচিত্র মাখানো অপরূপ শীত বর্ষা
আরো ভালো মন্দ গোধূলি আকাশ মেঘ।
পূর্ণিমার এক ফালি আলোর চাদর,
ফাগুন বাতাস লেগেছে আবিরের ডানায়।

এখনো বুঝতে পারিনি সৃষ্টির অলংকার,
এখনো বুঝিনি সূর্যের কত নানা রঙ
অক্ষরে অক্ষরে গেঁথে থাকা হৃদয়ের মালা

আমি পুরুষ

কালিপ্রসন্ন রায়

আমি একজন পুরুষ মানুষ,
সবাই বলছে আমাদের নেই কোনো হুঁশ।
কথাটা শুনে খুব খারাপ লাগে অন্তরে,
ধর্ষকের তকমা দিয়ে ছুটছে প্রান্তর থেকে প্রান্তরে।
কিছু পুরুষ আছে সত্যিই তারা প্রকৃত ধর্ষক,
সব পুরুষ নয়কো অর্বাচীন অবিবেচক।
আমি পুরুষ, ধর্ষক নই, আমি এখন একজন ধর্ষিতার পিতা,
চোখের সামনে দাউ দাউ করে জ্বলছে আমার মেয়ের চিতা।
আজও দিন রাত্রি হয় আসে কতো আগন্তক,
এখন ভাবি ভালোই হতো যদি হতাম নপুংশক।
যদিও আমি পুরুষ, ধর্ষক নই, হতাম ঐ ধর্ষকের পিতা,
তাহলে জন্ম মাত্র জ্বালিয়ে দিতাম অমন ছেলের চিতা।
তবে কাঁদতো না কোনো ধর্ষিতার পিতা কিংবা মাতা,
আজ তবে জ্বলতো না কোথাও কোনো ধর্ষিতার চিতা।
আমার বুকেও জ্বলছে আগুন নেভাতে না পারি,
অনুতাপে কেঁদে ওঠে বুক শুধু ভাবি আমি কিবা করি।

জমি বিক্রয়

বনগাঁ থানার অন্তর্গত উত্তর কালুপুর গ্রামে পঞ্চায়েত রাস্তার পার্শ্বে ৬ ফুট রাস্তা সহ ৭ কাঠা জমি সম্পত্তি বিক্রয় হবে।

মো ঃ ৯২৩২৬৩৩৮৯৯

'স্বপ্নচরের শিক্ষক দিবস : প্রণাম আলোর কাণ্ডারী'

সংবাদদাতা ঃ গত ২৬শে সেপ্টেম্বর ছিল মহামানব ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ২০৫ তম জন্ম বার্ষিকী। তাঁকে শ্রদ্ধা জানাতে প্রতিবছর এ দিনটিতে স্বপ্নচর "প্রণাম আলোর কাণ্ডারী" শিরোনামে একটি শ্রদ্ধা জ্ঞাপক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকে এবং শিক্ষার সকল ক্ষেত্রের আলোর কাণ্ডারীদেরকে সংবর্ধিতও করা হয়, তার সাথে থাকে নাটকের অভিনয় ও অন্যান্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

এইবারও তার ব্যতিক্রম হলো না। স্বপ্নচর(জলপাইগুড়ি শাখা)এর সহজপাঠশালার নিয়মিত থিয়েটারের ক্লাসে ছবি আঁকার প্রতিযোগিতা, সমবেত কবিতাবৃত্তি পরিবেশন ও সঙ্গীতের মধ্যে দিয়ে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ২০৫তম জন্ম বার্ষিকী পালিত হলো। বিদ্যাসাগরের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য প্রদান ও প্রদীপ জ্বেলে এ আয়োজনের শুভ উদ্বোধন ঘটালেন সহজপাঠশালার শিক্ষিকা, নাট্যব্যাক্তিত্ব শ্রীমতি ডালিয়া চৌধুরী মহাশয়া।

উপস্থাপিত হল বিদ্যাসাগরের জীবনের বিশেষ একটি অংশ নিয়ে নাটক "কারমাটায় বিদ্যাসাগর।"নাটক ও নির্দেশনা সুদীপ্তা দাস। অভিনয়ে অনুপম, সায়ন, আদিত্য লাবনি, ঐশ্বিক, গোবিন্দ, গণেশ, রিদম, রাজদীপ, অঙ্কিতা, অমৃতা। অন্যান্য সহযোগিতায় প্রিয়তম, আয়ুশি, শ্রাবন্তী, নন্দিনী, লাকি। কর্ণধার মহঃ সেলিম শিশুদের এ উদ্যোগকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেছেন, আলোর কাণ্ডারীদের আলো এসে ছুঁয়ে দিক সকল শিশুর জীবনের শীত লাগা কোণ। তাদের জীবন-উঠোন রোদ মাখা ফসলে ভরে থাক এভাবেই।

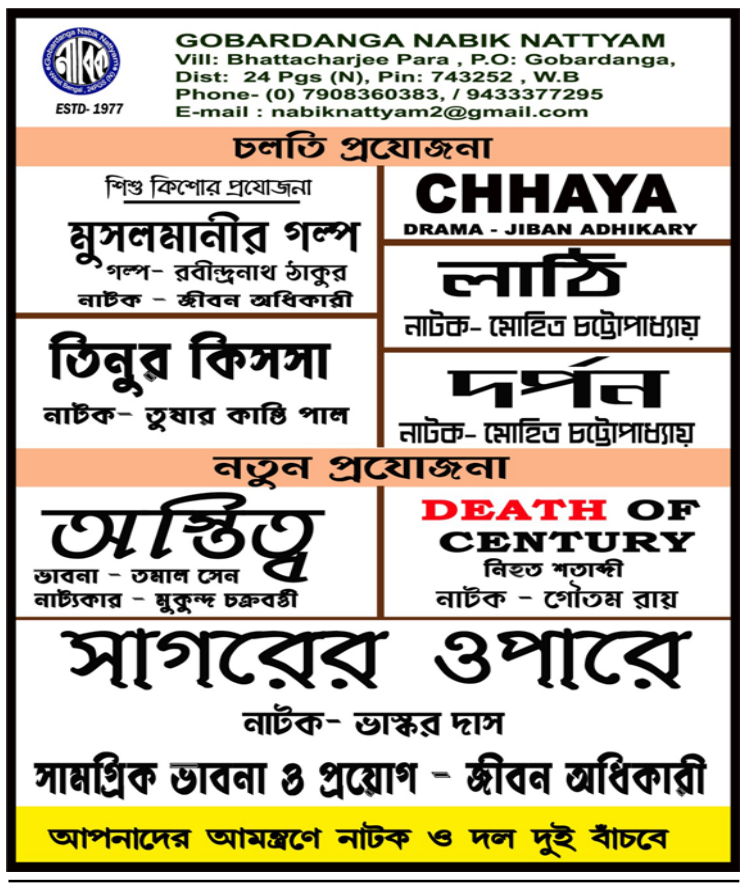

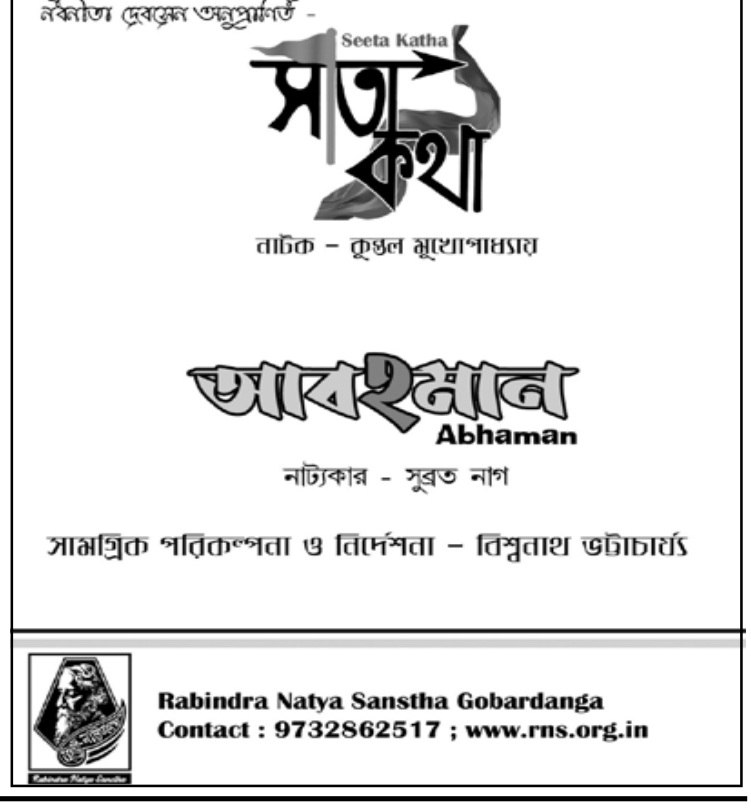

ভুতুড়ে বাড়ি

দেবাঞ্জন ঘোষ

পোড়োবাড়িটার সামনে দাঁড়িয়ে ছিলাম কিছুক্ষণ
ভিতরে থাকার পর
ক্ষণিকের মুহূর্তকে চুরি করেছিল স্মৃতি
পলেস্তারা খসে পড়া জনশূন্য স্বর্ণকুটির
লোকে বলে 'ভুতুড়ে বাড়ি।'
ভিতরে যাই অনায়াসেই স্পর্শ করি নোনা ধরা
ইট সুরকিগুলোকে
শপ বিছিয়ে কিছুক্ষণ বসে থাকি, উদ্‌বাস্তুর মতো
একাকী অনুভূতিটা হয় না।
ভয় হয় শুধু বাড়িটা খসে পড়ে যাবার
আশ্রয়হীন হবার।

ভালোবাসার অবহেলা

নূপুর দাস

অট্টালিকার অট্টহাসি দূর থেকে বোঝো
কান পেতে শোনো ভ্রমরের গুঞ্জন
চোখ মেলে দেখো পথিকের আনাগোনা
পরশ দিয়ে অনুভব করো ফাঁকা ঘরের আর্তনাদ।

পাঁজরের ফাঁকে বিঁধেছে কাঁটা
ঘুন ধরেছে পরিবেশের মধুরতায়
গাছ গাছালিতে চলছে ইশারার হাতছানি
বাতাসের দোলায় প্রকৃতির আগমন।

সমুদ্রের জোয়ার ভাটার নবরং আকাশে
সূর্য তারার খেলায় হাসছে রামধনুর সপ্ত রং
মনে মনে মিলে যায় একে অপরের আসন
সবই তো সৃষ্টির রহস্য উন্মোচন।

মাটির মাতানো গন্ধে অপরূপ বাহারে
পাখিরা ডানা মেলে খেলে যায়
পশুদের জোরালো সুর বাড়ে জোর
ঘরের হাসি আনন্দ ভালোবাসার অবহেলায়।

অদ্ভুদ

রাজু সরকার

বড়ই অদ্ভুদ কিছু ঘটে চলেছে পৃথিবীতে
যা বারমুডা ট্রায়ঙ্গল মত বা সু-উচ্চ হিমালয়ার মত।
যা কঠিন থেকে কঠিন এ সভ্যতার জন্য
যা সমুদ্র ঝড়ের মত প্রলয়ঙ্করী,
ভাবনার বাহিরে তার প্রভাব
আলোর চেয়ে সে কর্ম ভয়ঙ্কর।
মাংসের ঘ্রাণে পশুত্ব এখন চেতনায়
হিংসা,লালসায় পূর্ণ স্বার্থের সমাজ
তাই থাবা বসেছে কিশোরীর নরম শরীরে
সমস্ত ফল গিয়েছে চুরি
রাতের পরেও এক আধাঁর
যা গ্রাস করছে নদী,ভূমি,অরণ্য,পাহাড়,দেহ।
অসহায় মানুষের বিস্ময় চোখে জেগেই
স্বপ্ন দেখছে একটা সুন্দর ভোরের
যেখানে স্বাধীনতা আছে বাঁচার মত বাঁচার।

ফ্যান

মিন্টু বাড়ৈ

পসার সাজিয়ে বসে আছে পেয়াদা
মাছি একবার উড়ছে
একবার বসছে
চিটা ধানের মতো চুপসে গ্যাছে পেট।

সময়ের বুক চিরে হাঁটছি
পিছন ফিরে তাকাচ্ছি অনুক্ষণ,
কেউ ডাকছে না আমায়।

ফ্যানের খোঁজে পথে নেমেছি
খুদ আমার জন্য নয়।

সুচেতনার কৃতি সংবর্ধনা

প্রতিনিধি ঃ সম্প্রতি অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক সুবীর সেন, অবসর প্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক গোপাল চন্দ্র সাহা, শিক্ষক তরুণ কান্তি মণ্ডল, প্রদীপ বিশ্বাস, শিক্ষিকা সুনীতা দাস, স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য বৈশাখী বর ও বিমল বিশ্বাস প্রমুখ। সংস্থার কর্ণধার ও শিক্ষক মনোরঞ্জন ঘোষ সকল বিশিষ্টজনদের স্বাগত জানান। শিক্ষার্থীরা সকলকে পুষ্প স্তবক ও উত্তরীয় প্রদানে বরণ করে নেন। এদিন মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় বাংলা বিষয়ে লেটার মার্কস প্রাপ্ত এবং অংক বিষয়ে ১০০তে ১০০ পাওয়া ছাত্র-ছাত্রীদের সেরার সেরা পুরস্কারে ভূষিত করা হয়। এছাড়াও প্রতিষ্ঠানের প্রাক্তণ পড়ুয়াদের বর্তমানে চিকিৎসক বা অন্য পেশায় প্রতিষ্ঠিতদের বিশেষ সম্মাননা জ্ঞাপন করা হয়।

পঞ্চমীতে দুস্থদের হাতে বস্ত্র তুলে দিলেন সাংসদ পত্নী সোমা

নীরেশ ভৌমিক ঃ শারদোৎসবে দরিদ্র মানুষজনের মুখে হাসি ফোটাতে এবার বস্ত্র দান কর্মসূচীর আয়োজন করেন বনগাঁর বিজেপি সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর। গত ৮ অক্টোবর মহাপঞ্চমীর দিন অপরাহ্নে চাঁদপাড়ায় বিডিও কার্যালয় পার্শ্বস্থ শান্তি সংঘ ক্লাব অঙ্গনে আয়োজিত বস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সাংসদ শান্তনু ঠাকুরের সহধর্মিনী সোমা ঠাকুর, ছিলেন দলের জেলা নেতৃত্ব চন্দ্রকান্ত দাস, অপূর্বলাল মজুমদার, মণ্ডল সভাপতি প্রশান্ত রায় ও বিশ্বজিৎ ঘোষ, বর্ষিয়ান বিজেপি নেতৃত্ব সুদেব সিকদার, অমর সাহা, অসীম বসু ও মতুয়া মহাসংঘের সাধারণ সম্পাদক ডাঃ এস এন গাইন ও দলীয় পঞ্চায়েত সদস্য বিকাশ রায় প্রমুখ।

ব্লকের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত মহিলাদের কয়েকজনের হাতে নতুন কাপড় তুলে দিয়ে সাংসদ আয়োজিত বস্ত্র প্রদান কর্মসূচীর সূচনা করেন মতুয়া মাতৃসেনার সভানেত্রীর তথা সাংসদ পত্নী সোমা ঠাকুর। এরপর দলের অন্যান্য বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ উপস্থিত শতাধিক মহিলার হাতে বস্ত্র তুলে দিয়ে শুভেচ্ছা জানান। পুজোর মুখে নতুন বস্ত্র পেয়ে অতিশয় খুশি দরিদ্র মানুষজন।

মহালয়ায় মুকুলিকা গানের স্কুলে বস্ত্র বিতরণ

সংবাদদাতা ঃ বিগত বৎসরগুলির মতো এবারও শারদোৎসবের প্রাক্কালে বস্ত্র বিতরণ সহ নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে সংস্কৃতির শহর গোবরডাঙ্গার অন্যতম সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান মুকুলিকা গানের স্কুল কর্তৃপক্ষ। সম্প্রতি এলেকার ছোট- ছোট শিক্ষার্থীদের বসে আঁকো প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে শুরু হয় দিনভর আয়োজিত নানা অনুষ্ঠানের।

মধ্যাহ্নে বস্ত্র প্রদান অনুষ্ঠানের সূচনা করেন অবসর প্রাপ্ত শিক্ষক ও বর্ষিয়ান সমাজকর্মী কালিপদ সরকার। ছিলেন বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব শঙ্খব্রত বিশ্বাস, সোমা মজুমদার, শিক্ষাব্রতী ড. সুনীল বিশ্বাস, আস্তিক মজুমদার প্রমুখ। মুকুলিকার কর্ণধার বিশিষ্ট সংগীত শিক্ষিকা অনিমা দাস উপস্থিত সকলকে অভিনন্দন জানান। উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ দুস্থ মহিলাদের হাতে নতুন বস্ত্র তুলে দিয়ে শুভেচ্ছা জানান। মুকুলিকার পক্ষ থেকে সকলকে মিষ্টি মুখ করানো হয়। অপরাহ্নে অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে পুরস্কার বিতরণ শেষে আয়োজিত মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সংস্থার সদস্যগণ সংগীত, নৃত্য ও আবৃত্তি পরিবেশন করেন।

সবশেষে পরিবেশিত হয় স্থানীয় খাঁটুরা চিত্তপট প্রযোজিত মঞ্চসফল নাটক 'ষোলপাতা'। নানা অনুষ্ঠানে বহু সংস্কৃতিপ্রেমী মানুষজনের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতি ও অংশগ্রহণে মুকুলিকা গানের স্কুল আয়োজিত এদিনের সমগ্র অনুষ্ঠান বেশ প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

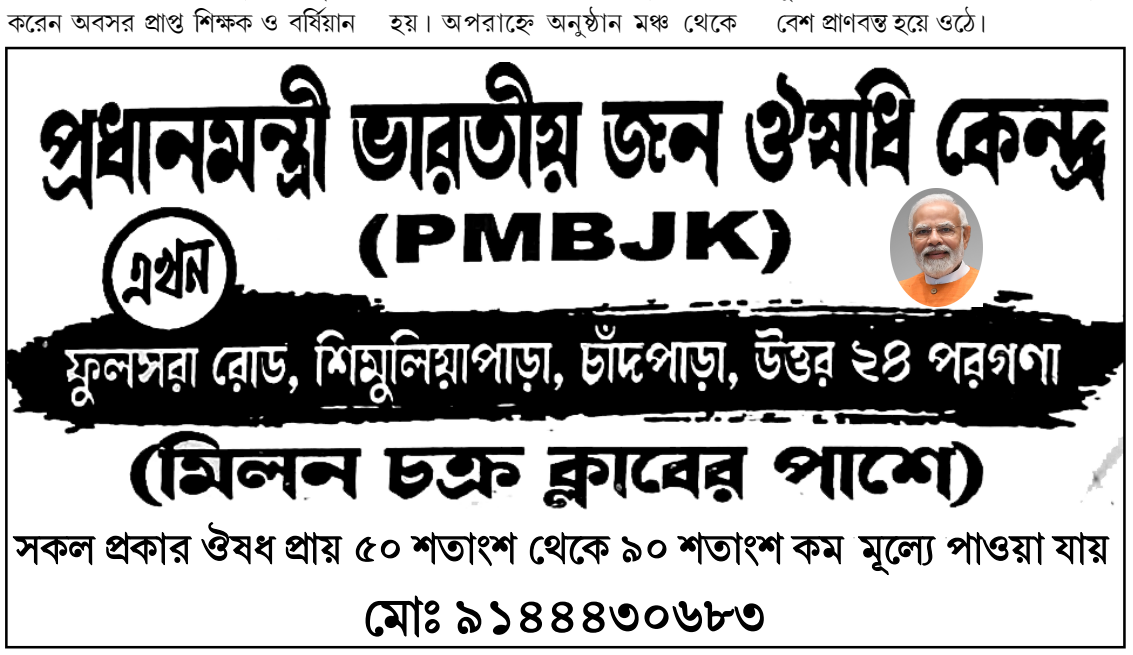

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র
সার্বভৌম সমাচার
Sarbabhauma Samachar

অন্ধজনে দেবো আলো

দীপক মণ্ডল

নীল- সাদা মেঘ নেমে এসেছে গাছের মাথায়
আবেগঘন কুয়াশাময় অপ্সরা দিগন্ত- বলয়।
ওই সবুজ শাখা-প্রশাখার নিভৃত অলিন্দে
ধারণ করে আছে ক্লান্তিহীন রঙিন বিস্ময়।
এ দৃশ্য দেখেছে গন্তব্যহীন আপ্লুত বাউল
তার কাছে শিখেছি নুড়ি ঠুকে, আগুন
জ্বালাবার রহস্য।
সেই বিপজ্জনক আগুনে পুড়ে,
আমি অঙ্গার
তবু অন্ধজনে দেবো আলো বারংবার।

খড়কুটো

মনোতোষ কুমার মজুমদার

আমি যেন একটা ছোট্ট খড়কুটো।
স্রোতের টানে ভেসে চলেছি নালা গলিপথে।
নালা থেকে পুকুর,পুকুর থেকে নদী, নদী থেকে সাগর, সাগর থেকে মহাসাগরের পথে আমার ক্লান্তিহীন পথ চলা।
জানিনা জঞ্জাল ঘেরা এঁদো নালা পেরিয়ে আমি পুকুর ছুঁতে পারব কিনা বুকেতে মহাসাগরে ভাসবার স্বপ্ন নিয়ে।
এই স্বপ্ন টুকুই তো আছে, আর আছে আমার চরৈবেতি মন।
চলার পথে কখনো বা থেমে যাই এ ঘাট থেকে ও ঘাটে।
কেউবা থামায় ,কখনো বা আমি নিজেই থামি ভালোবাসা বা ভালো বাসার মোহে।
ভুলটুকু ভেঙ্গে গেলে, মোহটুকু কেটে গেলে আবার শুরু হয় এ পথচলা।
এক অদৃশ্য অমোঘ টানে আমি শুধু ভেসেই চলেছি।
গার্হস্থ হৃদয়ে আজ শুধু যাযাবরের নেশা।
একদিন যে খড়কুটোগুলো আমার সংগী ছিল, জানিনা আজ তারা কোথায়?
রোজনামচা জীবনে কেউবা সংগী হয় কেউবা হারিয়ে যায়, কেউবা হারিয়ে যেতে চায়।
আমি বন্ধন চাইনা তাই বাঁধিনা কাউকেই।
আমি শুধু চাই আমাকে নিয়ে পথ চলতে অসীম মহাসাগরের অমোঘ টানে।
দেখিনা কোথায় ঠেকে এ খড়কুটো?

সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন

ডাঃ পীযুষ কান্তি ধর

গ্রীষ্মের প্রখর রোদের তাপে মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়ছে। দিনের বেলায় প্রয়োজনীয় কিছু কাজের জন্য মানুষকে বাইরে বেরোতেই হয়। সরাসরি সূর্যের আলো মানুষের গায়ে আসে। শরীর উত্তপ্ত হয়। প্রচুর পরিমান ঘাম হয়, তার সাথে বেরোয় প্রচুর লবন ও জল। ফলে মানুষ দুর্বল হয়ে পড়ে। শুরু হয় ড্রি-হাইড্রেশন। এর হাত থেকে মুক্তি পাবার একটাই উপায় প্রচুর— লবন চিনি জল খাওয়া।

মাঝে মাঝে আকাশ ঘিরে মেঘের আনাগোনা দেখা যায়। তার সাথে কিছুক্ষণের জন্য অতিথির মতো ঝিরিঝিরি বৃষ্টির আগমন। ক্ষণিকের বৃষ্টি।

বর্ষাকাল পথ চলা শুরু করেছে। মাঝপথ থেকে একটু এগিয়ে মনে হয় আর কিছু দিন পরে এসে পৌছবে। অবশ্যই তার সঙ্গে আসছে ডেঙ্গু। এই ডেঙ্গুর হাত থেকে মুক্তির পাবার কিছু সর্তকতা মেনে চলতে হবে। নোংরা জল যেন কোথাও না জমে।

আপনার বাড়ি, ফুলের বাগান, অন্যান্য জায়গায় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। অতিরিক্ত গরমেও মশারী ব্যবহার করতে হবে। বাচ্চাদের জন্য অবশ্যই মশারী ব্যবহার করতে হবে। অতিরিক্ত গরম অতিরিক্ত বৃষ্টির সময় বাড়ি থেকে না বেরোনো ভালো।

শরীরের রেজিষ্ট্যান্স ক্ষমতা বাড়াবার জন্য নিয়মিত ছোলা ভেজানো জল খাওয়া দরকার। যাদের হিমোগ্লোবিন কম, তারা নিয়মিত কিসমিস আগের দিনে ভিজিয়ে পরের দিন কিসমিস ও জল খাবেন।

মৃদঙ্গম-এর নাট্য কর্মশালা

প্রতিনিধি ঃ গোবরডাঙ্গার অন্যতম নাট্যদল মৃদঙ্গম দুই সপ্তাহ ব্যাপী স্কুল ভিত্তিক নাট্য কর্মশালার আয়োজন করে স্থানীয় খাঁটুরা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে। ২৩ সেপ্টেম্বর থেকে ৫ অক্টোবর অবধি অনুষ্ঠিত নাটকের এই কর্মশালায় বিদ্যালয়ের নবম ও দশম শ্রেণির ২০জন ছাত্রী অংশ গ্রহণ করে।

সংস্থার কর্ণধার ও নাট্য পরিচালক এবং অভিনেত্রী ও নৃত্যশিল্পী সৌমিতা দত্ত বণিক কর্মশালায় প্রশিক্ষণ দেন। কর্মশালার শেষ দিনে বিদ্যালয় অঙ্গনের মুক্ত মঞ্চে কর্মশালায় নারী স্বাধীনতা, নারীর উপর অত্যাচার, প্রতিবাদ ইত্যাদি বিষয়ের উপর প্রস্তুত 'দুর্গা' নাটিকাটি পরিবেশিত হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত বিদ্যালয় পরিচালক সমিতির সভাপতি সমীর কিশোর নন্দী ও প্রধান শিক্ষিকা চিত্রমিতা মণ্ডল ছাত্রীগণ পরিবেশিত নাটকটির প্রশাংসা করেন।

পুজোয় সিএসসিটি'র সদস্যদের একটাই রান্নাঘর

নীরেশ ভৌমিক ঃ বিগত বৎসরগুলির মতো এবারও শারদোৎসব ও দুর্গাপুজোর আয়োজন করেছে চাঁদপাড়ার অন্যতম সামাজিক প্রতিষ্ঠান শিডিউল কাস্ট এণ্ড ট্রাইব ওয়েলফেয়ার এ্যাসোসিয়েশনের সদস্যগণ। সংগঠনের সদস্যগণের পরিবার- পরিজন সহ পাড়ার মানুষজন পুজো ও উৎসবকে ঘিরে আনন্দ উৎসবে মেতে ওঠেন। পুজোর ক'দিন নিজ নিজ বাড়িতে নয়, সকলের খাবার জন্য একটাই রান্না ঘর তৈরি হয়। সকলের দিন ও রাতের খাবার সেখানেই প্রস্তুত হয়। টাঙানো রয়েছে খাবারের মেনু চার্ট। তালিকা অনুযায়ী আমিষ- নিরামিষ খাবার তৈরি হয়। চেয়ার টেবিলে বসে সকলেই দিন ও রাতের আহার সারেন। মহিলারা শেষ রাত থেকেই পুজোর আয়োজনে নেমে পড়েন। শাস্ত্রমতে পুজো সম্পন্ন হয়। প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক বিশিষ্ট শিক্ষক মলয় সানা জানান, সংগঠনের সকল সদস্য ও তাঁদের পারিবারের সঙ্গে পুজোর আনন্দ সমান ভাবে ভাগ করে নিই।

মূকাভিনয় ও লোক শিল্পীদের এইড্‌স সচেতনতামূলক প্রচারাভিযান

প্রতিনিধি ঃ বসিরহাট স্বাস্থ্য জেলার উদ্যোগে জেলা জুড়ে এইচআইভি/ এইড্‌স রোগ বিষয়ে সাধারণ মানুষজনকে সচেতন করার প্রয়াস চলছে। এই কর্মসূচীকে সফল করে তুলতে লোক শিল্পীসহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠনের সদস্যদের কাজে লাগানো হয়েছে। বসিরহাট স্বাস্থ্য জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের আহ্বানে সাড়া দিয়ে ঠাকুরনগর মাইম একাডেমী অফ কালচারের মূকাভিনয় শিল্পীগণ এইড্‌স রোগ সম্পর্কে মূকাভিনয়ের মাধ্যমে বসিরহাট মহকুমার বিভিন্ন গ্রাম ও শহরের মানুষজনকে সচেতন করার কাজে নেমে পড়েছেন। ঠাকুরনগর মাইম একাডেমীর কর্ণধার চন্দ্রকান্ত শিরালী জানান, ২৭ সেপ্টেম্বর থেকে ৪ অক্টোবর পর্যন্ত বসিরহাট শহর সহ স্বাস্থ্য জেলার অন্তর্ভুক্ত স্বরূপনগর, হাসনাবাদ, মিনাখা, সন্দেশখালি, ধান্যকুড়িয়া ইত্যাদি এলেকায় অভিনয়ের মাধ্যমে এইড্‌স রোগ সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে সচেতন করার প্রয়াস চালিয়েছেন। এইড্‌স আক্রান্ত রোগীদের সাবধানতা অবলম্বন বিষয়ে বা আক্রান্ত রোগীদের করনীয় বিষয়গুলি তারা অভিনয়ের মাধ্যমে বোঝানোর চেষ্টা করেছেন। নিয়ম-কানুন মেনে চললে অনেকদিন সুস্থ্য থাকতে পারেন, তা মানুষজনকে মূকাভিনয়ের মাধ্যমে বোঝানোর চেষ্টা করেছেন।

শুভ শারদীয়ার আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন—

এলেকার কৃষি ও কৃষকের স্বার্থে সদা জাগ্রত

শিমুলিয়াপাড়া আদর্শ সমবায় কৃষি উন্নয়ণ সমিতি লিমিটেড

রেজিঃ নং- 407/24 Dt. 26/06/1964

শিমুলিয়াপাড়া, পোষ্ট ঃ চাঁদপাড়া বাজার, জেলাঃ উত্তর ২৪ পরগণা

আমাদের লক্ষ্য

সমিতির সদস্য কৃষকদের সার ও কীটনাশক এবং কৃষিঋণ প্রদান।
দক্ষতার সাথে সমিতি পরিচালনা, সময়ে বার্ষিক সাধারণ সভা, অডিট ও সদস্যদের মধ্যে লভ্যাংশ বিতরন।
উৎকর্ষ বাংলা প্রকল্পে স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর সদস্য, এলেকার পিছিয়ে পড়া সমাজের মহিলাদের সেলাই সহ বিভিন্ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে স্বনির্ভর করে তোলা।

মনে রাখবেন ঃ শিমুলিয়াপাড়া আদর্শ সমবায় সমিতি, আপনারই সমিতি।

শ্রী অনল সরকার	শ্রীমতি ডলি মজুমদার	শ্রী সুবীর মজুমদার
সভাপতি	ম্যানেজার	সম্পাদক

মছলন্দপুর ইমন মাইম সেণ্টার

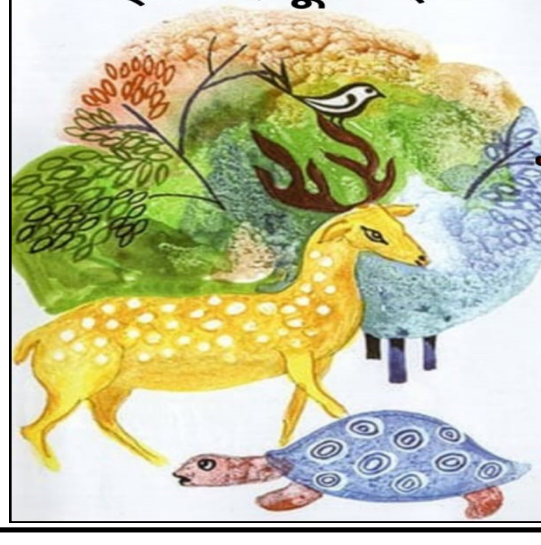

শিশু কিশোর বিভাগের মূক প্রযোজনা...

দাও ফিরে সে অরণ্য

ভাবনা: ধীরাজ হাওলাদার

নির্দেশনা: জয়ন্ত সাহা

কথা: ৯৭৪৫৪৮৯৩০২

কেউ একজন

স্বপন কুমার বালা

খুব ভোর বেলা, শিশিরে পা ডুবিয়ে মাঠ ভেঙে
সূর্যোদয়ের দিকে চলে গেছে কেউ
কে গেছে কোথায়— কেউ কি জানে?

কেউ কি গেছে তার সুলুক সন্ধানে, ধূলো-মাটির পরে
পড়ে আছে তার কেবল পায়ের দাগ
হা হা কান্নায় যেন মনে হয়, ভরে গেছে আজ সমস্ত ভূ-ভাগ।

অথবা,
কেউ ফিরে এসেছে এই মফঃস্বলে, এই লোকালয়- ঘরে
এই ফেলে যাওয়া পুরনো জনস্থানে—
যে গিয়েছিল, অবাঞ্চিত, অনুচিত, অবাধ্য, অভিশপ্ত, নির্বাসনে

আগমনীর প্রাক্কালে

সন্তু চক্রবর্তী

দুনিয়া যখন ভাসছে
আগমনি আসছে

প্রকৃতি সমাজ জলমগ্ন
কবিরা সবাই ছন্দেমগ্ন

শিউলি পঙ্কজের গন্ধ
শাপলা, কাশের প্রবন্ধা

আগমনি আগমনি গান
দুর্গার হাতে হবে অসুর নিধন

আগমনি মানে সবাই জেগেছে
প্রতিবাদে ত্রিভুবন কাঁপছে

আগমনিতে প্রতিবাদের মুখ
পাব কি সবাই সুবিচারের সুখ

জয় শিব শম্ভু

বাসন্তি দেবনাথ

ভালো থেকো যেন আমারই সাথে
দুটি পথ যেন একসাথে থাকি
কেউ কাউকে কখনো দেব না ফাঁকি।
হয়তো আমারই জীবনে এল এক সত্যের সত্য
আমি কাউকে কখনও করিনি ঘৃণা
আমি ডানপিটে একদামি মেয়ে
যত খারাপ আছে, করব আমি সব ভালো
আমি কখন ন্যায় ছাড়া
অন্যায়কে প্রশ্রয় নয়
আমি ছুটব দিগন্তে
কাউকে করিনি কখনও ভয়
ভাল থেকে আমারই জীবনে
এটাই আমার বার্তা মনে
এপথে অনেক ঝড় খাত্না আছে
মোরা ধৈর্য্যের সাথে থাকব
নানা বাধা বিপত্তি জয় করবো।

ভাঙা সেতুর আত্মকথা

বরুণ হালদার

উন্মাদনা উদযাপনে,
পাহাড়ি ঝর্ণার চঞ্চলতা,
রাত জাগা ... .
ছুটে যাওয়া বিনিময়ের বিনয়।

সময় প্রবাহে,
আঁধারের আলোয় লিপিস্টিকের
উল্লাস ....
গিরিখাতে ফেনিল জলের
প্লাবন।

ওপার জয়ের পরে
যোগাযোগ কমে যায় ... ...
একসময় সেতু ভেঙে যায়।

নতুন ভোরে ব্যস্ততা তুঙ্গে
নতুন কোন রাজ্য জয়ের আশা,
এভাবে সময়,
এগিয়ে চলেছে এসময়।

নবজাগরণ

বিপুল বিশ্বাস

যাদের কথার ভাষা কলম দিয়ে আগুন ঝরে যায়,
তারা থাকে মানুষের মনের মণিকোঠায়।
সত্য বলা, স্বচ্ছ চলা যাদের আছে নীতি,
তাদের দ্বারা হবে না কোনো অসৎ দুর্নীতি।
দুর্নীতির মুখোশ যারা টেনে ছিঁড়ে দেয়,
ভগবান ছাড়া তারা কিন্তু পায় না কারো ভয়।
মানুষ এখনো ভোলেনি কিন্তু প্রতিবাদের ভাষা,
দুর্নীতি ফলাচ্ছে যে মরবে সেই চাষা।
অত্যাচারের মাত্রা যখন বেড়েই চলে যায়,
অসহায়েরাও তখন পায় না মরার ভয়।
মানুষ কিন্তু বাঁচে না সবাই পেটের তাগিদে,
বাঁচার মতো বাঁচতে চায় সবাই সম্মানের সহিতে।
অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়বো মোরা রাখো সবাই হাত হাতে।
নবজাগরণ আনতে হবে জাগো একসাথে।

বেড়গুম পায়রাগাছি সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ

গ্রাম ও পোঃ বেড়গুম,
হাবড়া- ১নং ব্লক, উত্তর ২৪ পরগণা
Reg. No.- 406/26-6-1964/২৪ পরগণা

এই সমবায় সমিতিতে নিম্নোক্ত পরিষেবা দেওয়া হয়।

- Savings, Recuring, Fixed, MIS A/C খোলা হয়।
- Savings A/C এর মাধ্যমে RTG/ NEFT এর সুব্যবস্থা আছে।
  অর্থাৎ বৃদ্ধ ভাতা, বিধবা ভাতা, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রভৃতি ভাতার টাকা এখানকার Savings A/C এর মাধ্যমে সহজে ঢোকানো যায়।
- কিষাণ ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে ৭ শতাংশ হারে K.C.C. Loan দেওয়া হয়।
- Self Help Group খুলে লোন দেওয়া হয়। (মহিলাদের)
- K.V.P., N.S.S., L.I.C. -এর সার্টিফিকেট বন্ধক রেখে Loan দেওয়া হয়।
- সুলভ মূল্যে যাবতীয় সার বিক্রি করা হয়।

কৃষ্ণপদ মণ্ডল (C.D.O.)
Special Officer

শ্যামল দে
Manager

ভর্তি চলিতেছে * ভর্তি চলিতেছে * ভর্তি চলিতেছে * ভর্তি চলিতেছে * ভর্তি চলিতেছে * ভর্তি চলিতেছে * ভর্তি চলিতেছে

ঠাকুরনগর কলাভূমি

নৃত্য শিক্ষা কেন্দ্র

স্থাপিত ঃ ২০১৪

প্রশিক্ষক ঃ শ্রী কৃষ্ণ বণিক

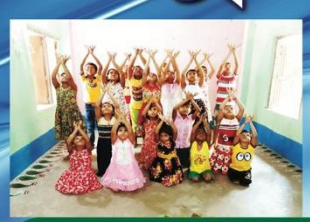

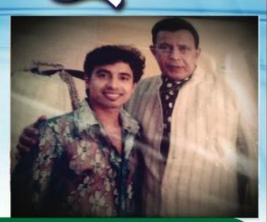

এখানে যত্ন সহকারে ঃ- কত্থক, ক্রিয়েটিভ, ফোক এবং উদয়শঙ্কর ঘরানা শেখানো হয়

স্থান ঃ- শিমুলপুর বণিকপাড়া (কৃষ্ণ বণিকের বাড়ি) এবং ঠাকুরনগর খেলার মাঠ, (উদয়ন সংঘ ক্লাব গৃহ)

সময় ঃ- প্রতি শনিবার সকাল ১০টা - ১টা এবং রবিবার সকাল ১০টা - ১টা ও বিকেল ৪টা - ৭টা

বিঃদ্রঃ- এখানে পরীক্ষার সুব্যবস্থা আছে

যোগাযোগ ঃ- 9002011401 / 7003377504 / 7872346186 / 9153070195

ভর্তি চলিতেছে * ভর্তি চলিতেছে * ভর্তি চলিতেছে * ভর্তি চলিতেছে * ভর্তি চলিতেছে * ভর্তি চলিতেছে * ভর্তি চলিতেছে

পরশ

Govt. Regd. No. S/1L/45507

সোসাল এ্যান্ড কালচারাল অরগ্যানাইজেশন

(সৃজনশীল সাংস্কৃতিক ও সমাজসেবা মূলক সংস্থা)

মূকাভিনয়, নৃত্য, নাটক, সঙ্গীত,
অঙ্কন, যোগব্যায়াম, ইত্যাদি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র।

সম্পাদক
শাশ্বত বিশ্বাস
(মূকাভিনয় শিল্পী ও নির্দেশক)

ঠিকানাঃ শিমুলপুর পি.আর. ঠাকুর পল্লী,
পোঃ- ঠাকুরনগর, পিন- ৭৪৩২৮৭, পশ্চিমবঙ্গ।
Mo: 9231638708 / 7908826139
E-mail: saswata_mime@rediffmail.com

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র
সার্বভৌম সমাচার
Sarbabhauma Samachar

উজ্জ্বল ধ্রুবতারা কথাশিল্পী শরৎ চন্দ্র

জয়শ্রী মিত্র

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় জন্মেছিলেন দেবানন্দপুরে
তোমার হাতেখড়ি প্যারি পণ্ডিতের পাঠশালাতে
কাল্পনিক উপন্যাস না হয়ে
তোমার উপন্যাস লেখনী বাস্তব সমাজের চরিত্র নিয়ে
চিরস্মরণীয় উপন্যাসের জনক উদ্দেশ্য সরব সোচ্চার সমাজ কল্যাণে
উজ্জ্বল ধ্রুবতারা কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র পৃথিবীতে
কুসংস্কারের গোঁড়ামী দূরীকরণ করেছ।
'দেবদাস' লিখেছ সংকীর্ণতা, কুসংস্কার, অহংকারের আবর্তকে ভেদ করে
হৃদয় কাঁপানো উপন্যাস তোমার লিখনে
'দেবদাস' বিশ্বজয় করেছে
উগ্র ব্রাহ্মণ্যবাদের সমালোচনা করে
'মহেশ' উপহার দিয়েছো মেরুদণ্ডহীন সমাজকে
'অভাগীর স্বর্গ' তোমার লিখনে
সে তো জল এনেছে চোখে।
কুসংস্কারের গোঁড়ামীর দূরীকরণ করে
বাস্তব রূপ দিয়েছো 'রাজলক্ষ্মী' ও 'শ্রীকান্ত' উপন্যাস লিখে।

তোমাকে, রবীন্দ্রনাথ

পাঁচুগোপাল হাজরা

বেশ বুঝতে পারি পথ আর রাস্তা সমর্থক নয়
একটার বদলে বেছে নেয়া যায় না আরেকটাকে।
বাইশে শ্রাবণ কি অনেক কিছুরই মৃত্যু হয়েছিল? সেদিন কি বৃষ্টি পড়েছিল?
আবহাওয়া দপ্তরে তেমন কোনো নথি নেই
কিন্তু, আমাদের হৃদয় ঠিক জানে
আপামর বাঙালি সেদিন চোখের জলে ভরা বর্ষা
ডেকে এনেছিল।
পর্দাটা সরিয়ে দেখো সময়টা এখন মোটেও ভালো নয়।
প্রিন্ট মিডিয়া ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ায় কোন
ভালো খবর ভালোলাগার ভালোবাসার খবর নেই।
এই সময়ে একটা রবি ঠাকুর তোমাকে দিলাম ।
সঙ্গে খানিকটা কালি কলম-
হোক না ভিন্ন দৃষ্টিকোণ
ভিন্ন রেখাপাত,
দেখো ভালো কিছুর খবর আসে কি না ?

অসহায় প্রবীণদের পুজো পরিক্রমার ব্যবস্থা করল পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি : বনগাঁ পুলিশ জেলার পক্ষ থেকে অসহায় প্রবীণ ব্যক্তিদের দুর্গাপুজো পরিক্রমা করানো হয়েছে। প্রণাম কর্মসূচির মাধ্যমে বাসে করে বিভিন্ন পুজো মণ্ডপ ঘুরিয়ে দেখানো হয়। বনগাঁ পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার দীনেশ কুমার সবুজ পতাকা নেড়ে ওই কর্মসূচির সূচনা করেন। এদিন পুরসভার শরণ্য আবাসনের আবাসিকদের পুজো পরিক্রমা করানোর পাশাপাশি তাঁদের হাতে কিছু উপহার সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়। প্রসঙ্গত, বনগাঁ পুরসভার আশ্রয়হীন ও অসহায় মানুষজন থাকেন শরণ্য আবাসনে। এ প্রসঙ্গে বনগাঁ পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার দীনেশ কুমার জানান, আমরা শরণ্য আবাসনের প্রবীণ আবাসিকদের নিয়ে দুর্গাপুজো পরিক্রমা করাচ্ছি। তাঁরা সারা বছর ওখানেই থাকেন এবং পুজোর সময় বাইরে কোথাও বেরোতে পারেন না। সেজন্য আমরা এই কর্মসূচি হাতে নিয়েছি। শারদ শুভেচ্ছা হিসেবে তাঁদেরকে কিছু উপহার সামগ্রীও দেওয়া হয়েছে।

চাঁদপাড়া আনন্দ সংঘের পুজা মণ্ডপ। ছবি ঃ নীরেশ ভৌমিক

চতুর্থীতে সূচনা হল বাদামতলার দুর্গোৎসব

নীরেশ ভৌমিক ঃ বিভিন্ন শিক্ষায়তনের শিক্ষক-শিক্ষিকা, পদস্থ সরকারী আধিকারিক ও বিশিষ্ট গ্রামবাসীগণের উপস্থিতিতে সমবেত মা বোনেদের শঙ্খ ও উলুধ্বনি এবং মঙ্গলদীপ প্রজ্জ্বালনের মধ্য দিয়ে সূচনা হয় চাঁদপাড়ার ঢাকুরিয়া বাদামতলা ওয়েল ফেয়ার সোসাইটি আয়োজিত পূর্বপাড়ার ২১তম বর্ষের সার্বজনীন দুর্গোৎসবের। অন্যতম উদ্যোক্তা ও স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য শান্তনু রায় উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। উদ্যোক্তারা বর্ষিয়ান গ্রামবাসী সঞ্জিৎ নাগসহ উপস্থিত বিশিষ্টদের বরণ করে নেন। প্রতিদিন সন্ধ্যে থেকে পুতুল নাচ, লোকগানসহ মনোজ্ঞ সংগীত ও নৃত্যের অনুষ্ঠান পরিবেশিত হবে বলে জানা গিয়েছে।

মূকাভিনয়ের জগতে উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান

ঠাকুরনগর মাইম একাডেমী অফ কালচার, ঠাকুরনগর (হাজরাতলা), উত্তর ২৪ পরগণা।

পরিচালক ঃ **শ্রী চন্দ্রকান্ত শিরালী** (পুরস্কারপ্রাপ্ত মূকাভিনেতা)

আমন্ত্রিত মূকাভিনয়ের জন্য যোগাযোগ করুন। যোগাযোগ- **9233196233**

পরিবারের সুরক্ষার স্বার্থে জীবনবীমার সাথে যুক্ত হোন-

LIC
भारतीय जीवन बीमा निगम
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA

SRI DIPANKAR MONDAL
LICI, Bongaon Branch, ZMS Club Member
Mob.- 9474156804
Bakchara, P.O.- Baikara, P.S.- Gaighata, Dist.- North 24 Parganas, PIN- 743245